দাদা ভগবান প্ররূপিত

আমি কে ?

নিজে 'নিজের' থেকে-ই
কতদিন অজানা থাকবে ?
'নিজে কে'
সেটাই জানা দরকার ।

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

আমি কে ?

সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমিন

প্রকাশক : শ্রী অজিত সি. প্যাটেল
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ – ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Rights reserved - Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City,
Ahmedabad-Kalol Highway,
Adalaj, Dist: Gandhinagar-382421,
Gujarat, India.
No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the holder of this copyrights.

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ১০ টাকা

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক : B–99, Electrronics G.I.D.C
K-G Road, Sector 25
Gandhinagar – 382044
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১ / ৪২

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্
নমো সিদ্ধানম্
নমো আয়রিয়ানম্
নমো উবজ্জ্বায়ানম্
নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্
এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো ;
সব্ব পাবপ্পনাশনো
মঙ্গলানম চ সব্বেসিম্ ;
পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১
ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২
ওম্ নমঃ শিবায় ৩
জয় সৎ চিৎ আনন্দ

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?

— দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম–শহরে দেশ–বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমিন (নীরুমা) –কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একইভাবে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমা–র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ–বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমূক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমূক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ –এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

সম্পাদকীয়

জীবনে যা কিছু আসে, তাকে পূর্ণরূপে রিয়েলাইজেশান না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ তা গ্রহণ করে না। সবকিছুর রিয়েলাইজেশান করেছে, শুধুমাত্র 'সেলফ্' –এরই রিয়েলাইজেশন করেনি। অনন্তজন্ম থেকে 'আমি কে' তারই পরিচয় হয়নি, সেইজন্যেই তো এই ঘুরে মরাও শেষ হয়নি। এর পরিচয় কিভাবে হবে ?

যাঁর নিজের পরিচয় হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তিদের সহজে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। এরকম বিভূতি স্বয়ং যিনি 'জ্ঞানী' তাঁরই। জ্ঞানীপুরুষ তিনিই যাঁর এই সংসারে কিছু জানার, কিছু করার আর অবশিষ্ট নেই ! এইরকম জ্ঞানীপুরুষ পরমপুজ্য দাদাশ্রী এই কালে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের ভাষাতে, আমরা বুঝতে পারি এরকম সরল ভাষাতে প্রত্যেকের মূল প্রশ্ন 'আমি কে' — এর উত্তর সহজভাবে বলে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, এই সংসার কি ? কিভাবে চলছে ? কর্তা কে ? ভগবান কি ? মোক্ষ কি ? জ্ঞানীপুরুষ কাকে বলে ? সীমন্ধর স্বামী কে ? সন্ত, গুরু আর জ্ঞানীপুরুষের পার্থক্য কি ? জ্ঞানীকে কিভাবে চেনা যায় ? জ্ঞানী কি করতে পারেন ? পরমপূজ্য দাদাশ্রীর আক্রম–মার্গ কি ? ক্রমিকরূপে তো মোক্ষমার্গে অনন্তজন্ম থেকে চড়ে আসছো কিন্তু 'লিফট্' (এলিভেটর)–এর মতো মোক্ষমার্গে কিছু হতে পারে কি ? অক্রমমার্গে এই কালে সংসারে থেকেও মোক্ষ হয়, আর মোক্ষ কিভাবে প্রাপ্ত করা যায় তার সম্পূর্ণ বিবরণ আর সঠিক দিশা–র প্রাপ্তি পরমপূজ্য দাদাশ্রী করিয়েছেন।

'আমি কে' –এর পরিচয়ের পরে কিরকম অনুভূতি থাকে, সংসার–ব্যবহার পালন করেও সম্পূর্ণ নির্লেপ অনুভূতিতে থাকা যায়। আধি–ব্যাধি আর উপাধিতেও নিরন্তর স্ব–সমাধিতে থাকা যায়, এরকম অনুভব এই অক্রমবিজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মহাত্মার হয়েছে ! এই সমস্ত কিছু প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত সংকলন মোক্ষলাভার্থীদের মোক্ষমার্গে আলোকস্তম্ভ হয়ে দিশা নির্দেশ করুক এই প্রার্থনা।

ডাঃ নীরুবেহন অমিন–এর জয় সচ্চিদানন্দ

নিবেদন

আত্মজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই পটেল, যাঁকে লোকে, 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছিল, তার রেকর্ড করে, সংকলন আর সম্পাদন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। 'আমি কে' বইতে আত্মা, আত্মজ্ঞান আর জগৎ কর্তার সম্বন্ধে মৌলিক কথা সংক্ষিপ্তরূপে সংকলিত করা হয়েছে। বিচক্ষণ পাঠক এটি পাঠ করলে আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমিকা তার মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়, এরকম অনুভব অনেকের হয়েছে।

'অম্বালালভাই'–কে সবাই 'দাদাজী' বলতো। 'দাদাজী' মানে পিতামহ আর 'দাদা ভগবান' তো উনি অন্তরের পরমাত্মাকে বলতেন। শরীর ভগবান হতে পারে না, শরীর তো বিনাশী। ভগবান তো অবিনাশী আর তাঁকেই তিনি 'দাদা ভগবান' বলতেন যিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে আছেন।

এই অনুবাদে বিশেষরূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এরকম অনুভব করেন। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতেই বললে, 'আমার হিন্দী মানে গুজরাতী, হিন্দী আর ইংরাজী–র মিশ্রণ, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে তখন ভালোই হবে।'

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান –এর যথার্থ আধার, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন। যিনি জ্ঞান–এর গভীরে যেতে চান, জ্ঞান–এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান তিনি এই কারণে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন, এই আমাদের নম্র বিনতি।

অনুবাদ বিষয়ক ভুল–ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি কে ?

(১) 'আমি' কে ?

নাম এবং 'স্বয়ং', ভিন্ন !

দাদাশ্রী : তোমার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : আমার নাম চন্দুলাল।

দাদাশ্রী : তুমি কি সত্যিই চন্দুলাল ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : চন্দুলাল তো তোমার নাম। চন্দুলাল তোমার নাম নয় কি ? তুমি 'স্বয়ং' চন্দুলাল না কি তোমার নাম চন্দুলাল ?

প্রশ্নকর্তা : ওটা তো নাম।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো তাহলে 'তুমি' কে ? যদি 'চন্দুলাল' তোমার নাম তো 'তুমি' কে ? তোমার 'নাম' আর 'তুমি' আলাদা নও কি ? 'তুমি' নাম থেকে আলাদা তো 'তুমি' (স্বয়ং) কে ? আমি কি বলতে চাইছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ ? 'এটা আমার চশমা' বললে তো চশমা আর আমি আলাদা নয় কি ? সেইরকম তুমি (স্বয়ং) নাম থেকে আলাদা, এখন এরকম মনে হচ্ছে না কি ?

যেমন ধরো দোকানের নাম রাখা হয়েছে 'জেনারেল ট্রেডার্স', তো সেটা কোন দোষ নয়। কিন্তু আমি যদি ওর মালিককে বলি, 'এই জেনারেল ট্রেডার্স এদিকে এসো' তো মালিক বলবে, 'জেনারেল ট্রেডার্স' আমার দোকানের নাম, আমার নাম তো জয়ন্তীলাল। অর্থাৎ দোকানের নাম আলাদা আর মালিক তার থেকে আলাদা, জিনিষপত্র–ও আলাদা, সব আলাদা আলাদা নয় কি ? তোমার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক কথা।

দাদাশ্রী : কিন্তু ওখানে তো বলবে, 'না, আমিই চন্দুলাল'। মানে দোকানের নাম–ও আমি আর মালিক–ও আমি ! তুমি যে চন্দুলাল সে তো চেনার একটা উপায়মাত্র।

প্রভাব পড়ে, তো আত্মস্বরূপ নয় !

তুমি চন্দুলাল। একেবারে নও এরকমও নয়। তুমিই চন্দুলাল, কিন্তু 'বাই রিলেটিভ ভিউপয়েন্ট' (ব্যবহারিক দৃষ্টি) –তে ইউ আর চন্দুলাল ইজ্ কারেক্ট।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো আত্মা, কিন্তু নাম চন্দুলাল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এখন চন্দুলালকে কেউ গালাগালি করলে তোমার উপর তার প্রভাব পড়বে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : প্রভাব তো পড়বেই।

দাদাশ্রী : তাহলে তো তুমি 'চন্দুলাল', আত্মা নও। আত্মা হলে তোমার উপর প্রভাব পড়তো না। প্রভাব পড়ছে, সুতরাং তুমি চন্দুলাল–ই।

চন্দুলালের নামে কেউ গালি দিলে তা তুমি নিজের উপর নিয়ে নাও। চন্দুলালের নামে কেউ উল্টো–পাল্টা বললে তুমি দেওয়ালে কান লাগিয়ে তা শুনতে থাক। তখন যদি বলি, 'ভাই, দেওয়াল তোমাকে কি বলছে ? তাহলে বলবে, 'না দেওয়াল নয়, ভেতরে আমার কথা হচ্ছে, তাই শুনছি।' কার কথা হচ্ছে ? বললে, 'চন্দুলাল–এর।' আরে, তুমি তো চন্দুলাল নও। যদি তুমি আত্মা হও তো চন্দুলাল -এর কথা নিজের উপর নেবে না।

প্রশ্নকর্তা : বাস্তবে 'আমি তো আত্মা–ই', নয় কি ?

দাদাশ্রী : এখনও তো তুমি আত্মা হওনি। চন্দুলাল–ই তো আছ ? 'আমি চন্দুলাল' এটা আরোপিত ভাব। তোমার 'আমি চন্দুলাল' এই বিলীফ (ধারণা) দৃঢ় হয়ে গেছে। এটা রং বিলীফ (ভুল ধারণা)।

(২) বিলীফ –রং, রাইট !

কত রকমের রং বিলীফ

'আমি চন্দুলাল' এই ধারণা, এই বিলীফ তো তোমার রাতে ঘুমের

মধ্যেও যায় না ! আবার লোকে তোমার বিবাহ করিয়ে তোমাকে বলবে 'তুমি এই মহিলার স্বামী।' এইজন্যে তুমি আবার স্বামীত্ব–কে মেনে নাও। ফের 'আমি এর স্বামী, আমি এর স্বামী' বলতে থাকো। কেউ চিরকালের জন্যে স্বামী হয় কি ? ডিভোর্স হওয়ার পরের দিন কি ওর স্বামী থাকবে ? অর্থাৎ এই সমস্ত রং বিলীফ তৈরী হয়ে গেছে।

'আমি চন্দুলাল' এটা রং বিলীফ। আবার 'এই মহিলার স্বামী' এটা দ্বিতীয় রং বিলীফ। 'আমি বৈষ্ণব' এটা তৃতীয় রং বিলীফ। 'আমি উকিল' এটা চতুর্থ রং বিলীফ। 'আমি এই ছেলেটির পিতা' এ হল পঞ্চম রং বিলীফ। 'এর মামা' ষষ্ঠ রং বিলীফ। 'আমি ফরসা' এটা সপ্তম রং বিলীফ। 'আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর' এ হল অষ্টম রং বিলীফ। 'আমি এর অংশীদার' এও রং বিলীফ। 'আমি ইনকাম্ট্যাক্স পেয়ার' এরকম যদি বলো, তাও রং বিলীফ। এরকম কত রং বিলীফ তৈরী হয়ে গেছে ?

'আমি'-র স্থান পরিবর্তন !

'আমি চন্দুলাল' এটা অহংকার। কেননা যেখানে 'আমি' নেই সেখানে 'আমি'–কে আরোপিত করা, তারই নাম অহংকার।

প্রশ্নকর্তা : 'আমি চন্দুলাল' বললে তাতে অহংকার কি করে এলো ? 'আমি এই, আমি সেই' এরকম বললে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সহজভাবে বললে তাতে অহংকার কিভাবে এলো ?

দাদাশ্রী : সহজভাবে বললে কি অহংকার চলে যায় ? 'আমার নাম চন্দুলাল' এরকম স্বাভাবিকভাবে বললেও তা অহংকার–ই। কারণ 'তুমি যা' তা জানো না আর 'যা নয়' তার–ই আরোপন করো ; এ সমস্ত অহংকারই।

'তুমি চন্দুলাল' তা হল ড্রামাটিক (নাটকীয়) বস্তু। অর্থাৎ 'আমি চন্দুলাল' এ কথা বলতে অসুবিধা নেই কিন্তু 'আমি চন্দুলাল' এই বিলীফ থাকা চলবে না।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, নয়তো 'আমি' পদ এসে গেল।

দাদাশ্রী : 'আমি' 'আমি'–র স্থানে বসলে অহংকার হয় না। কিন্তু 'আমি' মূল স্থানে নেই, আরোপিত স্থান থেকে 'আমি' সরে যায় আর মূল স্থানে বসে যায়, তাহলে অহংকার চলে গেছে বুঝবে। অর্থাৎ 'আমি' কে বের করতে হবে না, 'আমি' কে ওর এক্‌জাক্ট প্লেস (যথার্থ স্থান)–এ রাখতে হবে।

'স্বয়ং' স্বয়ং থেকেই গুপ্ত !

এ'তো অনন্ত জন্ম থেকে স্বয়ং 'স্বয়ং' থেকে গুপ্ত থাকার প্রচেষ্টা চলে আসছে। স্বয়ং 'স্বয়ং' থেকে গুপ্ত থাকে আর অন্যের সব কিছু জানে, এটা আশ্চর্য্যই নয় কি ! স্বয়ং 'স্বয়ং' থেকে কত সময় অবধি গুপ্ত থাকবে ? কতদিন থাকবে ? 'আমি কে' এটা জানার জন্যেই এই জন্ম। মনুষ্যজন্ম এই কারণে যে 'আমি কে' তার সন্ধান করতে পারবে। নয়তো ততদিন পর্য্যন্ত ঘুরে মরতে হবে। 'আমি কে' এই কথা জানতে হবে না কি ? তুমি 'স্বয়ং কে' তা জানতে হবে কি হবে না ?

(৩) 'I' আর 'My' কে পৃথক করার প্রয়োগ !

সেপারেট, 'I' and 'My'

তোমাকে যদি বলা যায় যে, separate 'I' and 'My' with separator, তো তুমি 'I' আর 'My' -কে সেপারেট করতে পারবে কি ? 'I' আর 'My' –কে সেপারেট করা দরকার কি না ? জগতে কখনও না কখনও জানতে হবে না কি ? সেপারেট 'I' and 'My'। যেমন দুধের জন্যে সেপারেটের হয়, যা দিয়ে ওর থেকে মালাই সেপারেট (আলাদা) করতে পারে ? তেমনি এটাও আলাদা করতে হবে।

তোমার কাছে 'My' বলে কোন বস্তু আছে ? 'I' একাই আছে কি 'My' সাথে আছে ?

প্রশ্নকর্তা : 'My' তো সাথে থাকবেই !

দাদাশ্রী : কি কি 'My' আছে তোমার কাছে ?

প্রশ্নকর্তা : আমার বাড়ী আর বাড়ীর সমস্ত বস্তু।

দাদাশ্রী : সব–ই তোমার বলবে ? আর ওয়াইফ কার বলা হবে ?

প্রশ্নকর্তা : ও আমার–ই।

দাদাশ্রী : আর বাচ্চারা কার ?

প্রশ্নকর্তা : ওরাও আমারই।

দাদাশ্রী : আর এই ঘড়ি কার ?

প্রশ্নকর্তা : ওটাও আমার।

দাদাশ্রী : আর এই হাত কার ?

প্রশ্নকর্তা : হাত–ও আমারই।

দাদাশ্রী : তাহলে 'আমার মাথা, আমার শরীর, আমার পা, আমার কান, আমার চোখ' এরকম বলবে। এই শরীরের সমস্ত বস্তুকে আমার বলছো তো 'আমার' যে বলছে সেই 'তুমি' কে ? এটা ভেবে দ্যাখো নি ? 'My' নেম ইজ্ চন্দুলাল' বলবে, আবার বলবে 'আমি চন্দুলাল', এদের মধ্যে কোন বিরোধাভাস মনে হচ্ছে না কি ?

প্রশ্নকর্তা : মনে হচ্ছে।

দাদাশ্রী : তুমি চন্দুলাল, কিন্তু এতে 'I' and 'My' দুই–ই আছে। এই 'I' and 'My' দুই রেললাইন আলাদাই হয়। প্যারালাল–ই থাকে, কখনো এক হয়ে যায় না। তবু তুমি এদের এক মনে করো। এটা বুঝে নিয়ে 'My'– কে সেপারেট করে দাও। তোমার মধ্যে যে 'My' আছে তাকে একপাশে রাখো। 'My' হার্ট তো তাকে একপাশে রাখো। এই শরীর থেকে আর কি কি সেপারেট করতে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : পা, ইন্দ্রিয়সমূহ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সমস্ত। পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় সমস্ত–ই। আর তা'ছাড়া 'মাই মাইণ্ড' বলো কি 'আই অ্যাম মাইণ্ড' বলো ?

প্রশ্নকর্তা : 'মাই মাইণ্ড' বলি।

দাদাশ্রী : আমার বুদ্ধি বলো তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : আমার চিত্ত বলো কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : আর 'মাই ইগোইজ্‌ম' বলো কি 'আই অ্যাম ইগোইজ্‌ম' বলো ?

প্রশ্নকর্তা : 'মাই ইগোইজ্‌ম'।

দাদাশ্রী : 'মাই ইগোইজ্‌ম' বললে তাকে আলাদা করতে পারবে। কিন্তু এর আগে যা আছে তাতে তোমার অংশ কতটা তা তুমি জানো না। সেইজন্যে সম্পূর্ণরূপে সেপারেশন হয় না। তুমি তোমার কিছু দূর পর্য্যন্তই জানতে পারবে। তুমি স্থূল বস্তুকে জানো, সূক্ষ্মের পরিচয় তোমার হয়নি। সূক্ষ্মকে আলাদা করা, আবার সূক্ষ্মতরকে আলাদা করা, ফের সূক্ষ্মতমকে আলাদা করা তো জ্ঞানীপুরুষের–ই কাজ।

কিন্তু এক–এক করে সমস্ত স্পেয়ারপার্টস বাদ দিতে থাকলে তো 'I' আর 'My', এই দুটি আলাদা হতে পারে, নয় কি ? 'I' এবং 'My' আলাদা করলে শেষে কি অবশিষ্ট থাকবে ? 'My' –কে একদিকে রাখলে কি পড়ে থাকলো ?

প্রশ্নকর্তা : 'I' ।

দাদাশ্রী : ওই 'I'–ই তুমি। ব্যস, ওই 'I'–কেই রিয়েলাইজ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : তো সেপারেট করে এটা বুঝতে হবে কি যে যা অবশিষ্ট থাকল সেটা 'আমি' ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেপারেট করার পরে যা অবশিষ্ট থাকল তা তুমি 'স্বয়ং', 'I' তুমি স্বয়ং–ই। ওর খোঁজ করতে হবে না কি ? অর্থাৎ এটা সহজ রাস্তা, নয় কি ? 'I' আর 'My' কে আলাদা করলে ?

প্রশ্নকর্তা : রাস্তা তো এমনিতে সহজ, কিন্তু ওই সূক্ষ্মতর আর সূক্ষ্মতম–ও আলাদা হয় তবেই না ? সে তো জ্ঞানী বিনা হবে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটা জ্ঞানীপুরুষ দেখিয়ে দেবেন। এইজন্যেই তো আমি বলি, Separate 'I' and 'My' with Gnani's separator. ওই সেপারেটর–কে শাস্ত্রকার কি বলেন ? ভেদজ্ঞান বলেন। ভেদজ্ঞান ছাড়া তুমি কিভাবে আলাদা করবে ? কোন কোন বস্তু তোমার আর কি কি তোমার নয়, এ সম্পর্কে তোমার ভেদজ্ঞান নেই। ভেদজ্ঞান মানে এইসব 'আমার' এবং 'আমি' এদের থেকে আলাদা। এইজন্যে জ্ঞানীপুরুষের কাছে, ওনার সান্নিধ্যে থাকলে ভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হবে আর আমার ('I' আর 'My') সেপারেট হয়ে যাবে।

'I' আর 'My' –এর ভেদ করলে এটা খুব সহজ নয় কি ? আমি এই উপায় বলেছি, এইভাবে চললে অধ্যাত্ম সহজ না কঠিন ? নয়তো এই কালে জীবের তো শাস্ত্র পড়তে পড়তেই দম বেরিয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : বোঝার জন্যে তো আপনার মতো কাউকে দরকার হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দরকার হবে। জ্ঞানীপুরুষ তো অনেক হন না ! কিন্তু যখন যে সময়ে আছেন তখন আমাদের নিজেদের কাজ করে নিতে হবে। জ্ঞানীপুরুষের 'সেপারেটর' এক–আধ ঘণ্টার জন্যে নিয়ে নেবে, ওর কোন ভাড়া–টাড়া হয় না। ওটা দিয়ে সেপারেট করে নেবে। এতে 'I' আলাদা হলেই তো কাজ হয়ে গেল। সমস্ত শাস্ত্রের সার এটাই।

আত্মা হতে হলে তো 'আমার' 'My' সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিতে হবে। জ্ঞানীপুরুষকে 'My' দিয়ে দিলে তোমার কাছে শুধুমাত্র 'I' থাকবে। 'I' with 'My' –এর নাম জীবাত্মা। 'আমি আছি আর এরা সব আমার' —এটা জীবাত্মা দশা আর 'আমি–ই আমি আর আমার কিছু নয়' —এটা পরমাত্মা দশা। অর্থাৎ 'My' –এর কারণেই মোক্ষ হয় না। 'আমি কে' এই জ্ঞান হওয়ার পর 'My' চলে যায়। 'My' চলে গেলে তো সবকিছুই চলে যায়।

'My' ইজ্ রিলেটিভ ডিপার্টমেন্ট এণ্ড 'I' ইজ্ রিয়েল। অর্থাৎ 'I' টেম্পোরারি হয় না, 'I' ইজ্ পারমানেন্ট। 'My' ইজ্ টেম্পোরারি। মানে তোমাকে 'I' খুঁজে বার করতে হবে।

(৪) সংসারে উপরওয়ালা কে ?

জ্ঞানী–ই 'আমি'-র পরিচয় করান !

প্রশ্নকর্তা : 'আমি কে' এটা জানার যে কথা, তা সংসারে থেকে কিভাবে সম্ভব হবে ?

দাদাশ্রী : তো কোথায় থেকে জানবে ? সংসার ছাড়া আর কোন জায়গা আছে কি যেখানে থাকতে পারবে ? এই জগতে সবাই সংসারী আর সবাই সংসারে থাকে। এখানেই 'আমি কে' তা জানতে পারা যায়। 'তুমি কে' তা বোঝার বিজ্ঞান এখানেই আছে। এখানে এসো, আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।

আর এই যে আমি তোমাকে যত প্রশ্ন করি, তাতে আমি এ'কথা বলি না যে তুমি এই সমস্ত কর। তোমার পক্ষে সম্ভব হবে এরকম নয়। আমি তোমাকে কি বলছি যে আমি তোমার সব করে দেব। সে জন্যে তুমি চিন্তা কর না। প্রথমে এটা তো বুঝে নাও যে বাস্তবে 'আমি' কি আর কি জানার যোগ্য ? সঠিক কথা কি ? কারেক্টনেস কি ? দুনিয়া কি ? এরা সমস্ত কারা ? পরমাত্মা কি ?

পরমাত্মা আছেন কি ? পরমাত্মা অবশ্যই আছেন এবং উনি তোমার কাছেই আছেন। বাইরে কোথায় খুঁজছো ? কিন্তু কেউ আমাকে এই দরজা খুলে দিলে তবে তো দর্শন করতে পারব ! এই দরজা এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে কেউ নিজে থেকে খুলতে পারে তা হওয়ার নয়। এ'তো যিনি নিজে পার হয়েছেন এমন তরণ–তারণ জ্ঞানীপুরুষের-ই কাজ।

নিজের-ই ভুল নিজের উপরওয়ালা !

ভগবান তো তোমার স্বরূপ। তোমার কোন উপরওয়ালা নেই। কোন বাপ-ও উপরে নেই। তোমাকে কেউ কিছু করার-ও নেই। তুমি স্বাধীন, কেবলমাত্র নিজের ভুলের কারণে তুমি বাঁধা পড়ে আছ।

তোমার উপরে কেউ নেই আর কোন জীব তোমার ব্যাপারে দখল দিতে (হস্তক্ষেপ করতে) পারে না। এত সমস্ত জীব আছে কিন্তু কোন জীবের তোমাতে দখল নেই। আর এই সমস্ত লোক যদি কিছু হস্তক্ষেপ করে তা তোমার ভুলের কারণেই করে। তুমি যে পূর্বে দখল করেছিলে, এ হল তার–ই ফল। এ আমি নিজে 'দেখে' বলছি।

আমি এই দুই বাক্যে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, এতে মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে। আমি বলছি যে,

'তোমার উপরে দুনিয়াতে কেউ নেই। তোমার উপরে তোমার ব্লাণ্ডার্স আর তোমার মিসটেকস্ আছে। এই দুটো না থাকলে তুমি পরমাত্মা–ই।'

আর 'তোমাতে কারোর এতটুকুও দখল নেই। কোন জীব অন্য কোন জীবকে কিঞ্চিৎমাত্র দখল করতে পারে এরকম স্থিতিতেই নেই, এমনই এই জগৎ।'

এই দুই বাক্যে সবকিছুর সমাধান এনে দেয়।

(৫) জগৎ কর্তা কে ?

জগৎ কর্তার বাস্তবিকতা !

ফ্যাক্ট বস্তু না জানার কারণেই সব আটকে আছে। এখন তুমি যা জানো তাই জানবে নাকি যা জানো না তা জানবে ?

জগৎ কি ? কিভাবে সৃষ্টি হল ? কে রচনা করল ? আমার এই জগতের সাথে কি দেনা–পাওনা ? আমার সাথে আমার আত্মীয়দের-ই বা

কি সম্পর্ক ? ব্যবসা কিসের আধারে চলে ? আমি কর্তা না কি অন্য কেউ কর্তা ? এ সব জানার তো দরকার আছে না কি ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : এইজন্যে এতে প্রথমে তুমি কি জানতে চাও, তার প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করছি। জগৎ কে রচনা করেছে, তোমার কি মনে হয় ? কে এই অশান্তিপূর্ণ জগৎ রচনা করেছে ? তোমার কি মত ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবান–ই রচনা করেছেন হয়তো।

দাদাশ্রী : তো তাহলে সমস্ত সংসারকে চিন্তাতে কেন রেখেছেন ? চিন্তারহিত কোন অবস্থা–ই নেই।

প্রশ্নকর্তা : সব লোক তো চিন্তাই করে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু উনি এই সংসার রচনা করেছেন তো চিন্তাযুক্ত কেন করেছেন ? ওনাকে সি.বি.আই. পাঠিয়ে ধরিয়ে দাও। কিন্তু ভগবান দোষী ন'ন ! এ তো লোকে ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

বাস্তবে তো, গড ইজ্ নট ক্রিয়েটর অফ দিস্ ওয়ার্লড্ অ্যাট অল। ওনলি সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স–ই আছে। অর্থাৎ এ সমস্ত তো প্রাকৃতিক রচনা। একে গুজরাতীতে আমি 'ব্যবস্থিত শক্তি' বলি। এ খুব সূক্ষ্ম কথা।

ওকে মোক্ষ বলেই না !

ছোট বাচ্চা যে সে–ও বলে 'ভগবান রচনা করেছেন'। বড়–বড় সাধু-সন্তরাও বলেন 'ভগবান রচনা করেছেন'। এই কথা লৌকিক, অলৌকিক (রিয়েল) নয়।

ভগবান যদি ক্রিয়েটর হতেন তো উনি সর্বদা আমাদের উপরওয়ালা থাকতেন আর মোক্ষ বলে কোন বস্তু হত না। কিন্তু মোক্ষ আছে। ভগবান ক্রিয়েটর নন। মোক্ষ যারা বোঝে তারা ভগবানকে ক্রিয়েটর মনে করে না। 'মোক্ষ' আর 'ভগবান ক্রিয়েটর' এ দুটো পরস্পর বিরোধী কথা।

ক্রিয়েটর তো সর্বদা উপকারী হবেন আর উপকার করছেন বলে শেষ পর্য্যন্ত উপকারী হয়েই থাকবেন।

তো ভগবানকে কে রচনা করেছে ?

ভগবান রচনা করেছেন, এ কথা যদি আমি অলৌকিক পরিভাষায় বলি তো 'লজিক'–ওয়ালা (যুক্তিবাদী) লোকে আমাকে প্রশ্ন করবে যে, 'ভগবানকে কে রচনা করেছে ?' এইজন্যে প্রশ্ন ওঠে। লোকে আমাকে বলে, 'আমাদের মনে হয়, ভগবান–ই জগতের কর্তা। আপনি তো অস্বীকার করেন। কিন্তু আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না।' তখন আমি প্রশ্ন করি যে যদি আমি স্বীকার করে নিই যে ভগবান–ই কর্তা, তো সেই ভগবানকে কে রচনা করেছেন ? সেটা তুমি আমাকে বলো। আর সেই রচনাকর্তাকে কে রচনা করেছে ? কেউ কর্তা হলে তারও তো কর্তা থাকতে হবে, এটা 'লজিক'–এ বলে। তাহলে তো এর কোন এণ্ড (অন্ত)-ই হবে না। সেইজন্য একথা ভুল।

জগতের না আদি, না তো অন্ত !

মানে কারোর রচনা ছাড়া–ই সৃষ্টি হয়েছে, কেউ এর রচনা করেনি। কেউ রচনা করেনি, তাই এখন আমি কাকে এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো ? আমিও খুঁজে বেড়াতাম যে কে এরজন্যে দায়ী যে এত ঝামেলা তৈরি করেছে ? আমি সমস্ত জায়গা খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি।

আমি 'ফোরেন'–এর সায়েণ্টিস্টদের বলেছি যে, 'গড ক্রিয়েটর, এ কথা প্রমাণ করার জন্যে আপনারা আমার সাথে আলোচনা করুন। উনি যদি ক্রিয়েটর হন তা হলে কত সালে ক্রিয়েট করেছেন বলুন।' তখন ওঁরা বললেন, 'সাল আমাদের জানা নেই।' আমি প্রশ্ন করেছি 'কিন্তু এর বিগিনিং ছিল কি ছিল না ?' তখন বললেন, 'হ্যাঁ, বিগিনিং ছিল।' ক্রিয়েটর বললে তো বিগিনিং থাকবেই। যার বিগিনিং আছে তার অন্ত-ও থাকবে।

কিন্তু এ'তো বিনা এন্ড-এর জগৎ। বিগিনিং হয়নি তো এন্ড কোথা থেকে হবে ? এ'তো অনাদি–অনন্ত। যার বিগিনিং হয়নি তার কোন রচয়িতা নেই, এরকম মনে হয় না কি ?

ভগবানের সঠিক ঠিকানা

তখন এই ফরেন–এর সায়েন্টিস্টরা জিজ্ঞাসা করলো, 'তাহলে কি ভগবান নেই ?' তাতে আমি বললাম, 'ভগবান না থাকলে এই জগতে যে সমস্ত ভাবনা আছে, সুখ–দুঃখের যে অনুভূতি হয়, তার কোন অনুভব–ই থাকত না। সুতরাং ভগবান অবশ্যই আছেন। ওঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'ভগবান কোথায় থাকেন ?' আমি বললাম, 'আপনাদের কোথায় মনে হচ্ছে ? ওনারা বললেন, 'উপরে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি উপরে কোথায় থাকেন ? ওনার গলির নম্বর কি ? কোন গলি তা আপনারা জানেন কি ? চিঠি পৌঁছাবে এরকম সঠিক অ্যাড্রেস আছে আপনাদের কাছে ? উপরে তো কোন বাপ–ও নেই। সমস্ত জায়গা আমি ঘুরে এসেছি। সবাই বলতো উপরে আছেন, উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতো। এতে আমার মনে হয়েছিল যে সবাই যখন বলছে তখন উপরে কিছু থাকা সম্ভব। এইজন্যে আমি উপরে সব জায়গা খুঁজে এসেছি কিন্তু উপরে তো শুধু আকাশ-ই আছে, উপরে কাউকে পাইনি। উপরে তো কেউ থাকে না। তখন ওই ফরেন–এর সায়েন্টিস্টরা আমাকে বললেন, 'ভগবানের সঠিক অ্যাড্রেস বলবেন কি ?' আমি বললাম, 'লিখে নিন। গড ইজ্ ইন্ এভ্রি ক্রিয়েচার, হোয়েদার 'ভিজিব্‌ল্' অর 'ইনভিজিব্‌ল্', নট্ ইন ক্রিয়েশন।' (ভগবান দৃশ্য বা অদৃশ্য সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু মানব–নির্মিত কোন বস্তুতে নয়।)'

এই টেপরেকর্ডার–কে 'ক্রিয়েশন' বলে। যত ম্যান–মেড (মানব–নির্মিত) বস্তু আছে, মানুষের বানানো বস্তু আছে, তাতে ভগবান নেই। যা প্রকৃতির রচনা তাতে ভগবান আছেন।

মনের অনুকূল সিদ্ধান্ত !

কত সমস্ত সংযোগ একত্র হলে তবেই কোন কার্য হয়, অর্থাৎ এটা সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স। এত ইগোইজ্‌ম করে 'আমি করেছি' বলে চিৎকার করতে থাকে। কিন্তু ভাল হলে 'আমি করেছি' আর খারাপ হলে 'আমার সংযোগ এখন ঠিক নেই' এরকম বলে না লোকে ? সংযোগ তো লোকে মেনে নেয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : উপার্জন হলে তার গর্বরস নিজে চাখে আর যখন লোকসান হয় তখন কিছু বাহানা বানাতে থাকে। আমি যদি বলি, 'শেঠজী, এখন এরকম কি করে হল ?' তখন বলবে, 'ভগবান রুষ্ট হয়েছেন।'

প্রশ্নকর্তা : মনের অনুকূল সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মনের অনুকূল, কিন্তু এরকম দোষারোপ ওনার প্রতি (ভগবানের প্রতি) করা অনুচিৎ। উকিলের উপর দোষ চাপায় বা অন্য কারোর উপর দোষ চাপায় সেটা তবু ঠিক আছে। কিন্তু ভগবানের উপর দোষ চাপানো যায় কি ? উকিল তো নালিশ ঠুকে হিসাব চাইবে কিন্তু এর নালিশ কে করবে ? এর ফলে তো পরের জন্মে ভয়ংকর (সংসার) বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। ভগবানের উপর দোষ চাপানো যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : না, যায় না।

দাদাশ্রী : নয়তো বলবে 'স্টার্স ফেভারেবল্ (গ্রহ অনুকূল) নয়।' অথবা বলবে 'অংশীদার লোক ভাল নয়।' নাহলে 'পুত্রবধূ দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে' এরকমও বলে। কিন্তু নিজের মাথায় নেবে না। নিজের উপর কখনো দোষ চাপাবে না। এই প্রসঙ্গে আমার একজন বিদেশীর সাথে কথা হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনাদের ইণ্ডিয়ান লোকেরা দোষ নিজের উপর নেয় না কেন ?' আমি বললাম, 'এটাই ইণ্ডিয়ান পাজ্‌ল্। ইণ্ডিয়ার সব থেকে বড় পাজ্‌ল্ (সমস্যা) যদি কিছু থাকে তো এটাই।

সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স !

এইজন্যে আলোচনা করো, যা কিছু আলোচনা করতে চাও সব করো। এমনভাবে আলোচনা করো যাতে তোমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : এই 'সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' বুঝতে পারলাম না।

দাদাশ্রী : এই সমস্ত সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স – এর আধারে হয়। সংসারে একটা পরমাণুও চেঞ্জ হতে পারে না। তুমি এখন খেতে বসেছো, তো তোমার কি জানা নেই যে কি খাবে ? রাঁধুনী কি জানে না কাল কি রান্না করবে ? এ সমস্ত কিভাবে হয়, সেটাই আশ্চর্য্য ! তুমি কতটা খেতে পারবে আর কতটা পারবে না, সে সব পরমাণু মাত্র এবং পূর্বনির্ধারিত আছে।

তুমি যে আজ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে, তা কিসের ভিত্তিতে করতে পারলে ? ওনলি ফর সায়েন্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স –এর জন্য। অতি অতি গুহ্য কারণ আছে। ওই কারণগুলো খুঁজে বার করো।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তাকে খুঁজবো কিভাবে ?

দাদাশ্রী : তুমি যে এখানে এসেছো, এতে তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ও তো তুমি মেনে নিয়েছো, 'ইগোইজ্‌ম্‌' করছো যে 'আমি এলাম আর গেলাম।' এই যে তুমি বলছো 'আমি এলাম' আর আমি যদি বলি 'কাল কেন আসো নি ?' তখন এরকমভাবে পা দেখালে, তাতে কি বুঝতে হবে ?'

প্রশ্নকর্তা : পায়ে ব্যাথা করছিল।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পায়ে ব্যাথা করছিল। পায়ের বাহানা করলে বুঝতে পারা যায় কিনা যে তুমি আসতে না পা আসতো ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আমি–ই এসেছি এরকম বলে না কি ?

দাদাশ্রী : তুমি–ই এসেছো, নয় কি ? যদি পা ব্যাথা করে তবুও কি আসবে ?

প্রশ্নকর্তা : আমার নিজের ইচ্ছে ছিল আসার, সেইজন্যে এসেছি ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে ছিল সেইজন্যে এসেছো। কিন্তু এই পা ইত্যাদি সব ঠিকঠাক ছিল বলেই না আসতে পেরেছো ? ঠিক যদি না থাকতো তা হলে ?

প্রশ্নকর্তা : তবে তো আসতে পারতাম না, ঠিক কথা–ই।

দাদাশ্রী : মানে তুমি একা আসতে পারতে ? যেমন এক ব্যক্তি রথে চড়ে এখানে এসেছে আর বলছে, 'আমি এসেছি, আমি এসেছি।' আমি প্রশ্ন করলাম 'তোমার পায়ে তো প্যারালিসিস হয়েছে, তুমি এলে কি করে ?' তাতে বললো 'রথে চড়ে এসেছি। কিন্তু আমি–ই এসেছি, আমি–ই এসেছি।' আরে ! কিন্তু রথ এসেছে কি তুমি এসেছো ? তখন বললো 'রথ এসেছে।' ফের আমি প্রশ্ন করলাম যে 'রথ এসেছে কি বলদ এসেছে ?'

অর্থাৎ কথা কোথাকার আর এ কোথায় ! কিন্তু দ্যাখো, উল্টো বুঝে নিয়েছে কি না ! সমস্ত সংযোগ অনুকূল হলে তবেই আসতে পেরেছো, নয়তো আসতে পারতে না।

মাথায় যন্ত্রণা হলে তুমি এলেও আবার ফিরে যাবে কি না ? আমি–ই যদি আসা যাওয়া করছি তো মাথা যন্ত্রণার অজুহাত তো দিতে পারি না ? আরে, তখন মাথা এসেছিল কি তুমি এসেছিলে ? আর রাস্তায় যদি কারোর সাথে দেখা হয় আর সে বলে, 'চলুন চান্দুলাল আমার সাথে' তাহলেও তো তুমি ফিরে চলে যাবে। সংযোগ অনুকূল হলে, এখানে পৌঁছানো পর্য্যন্ত কেউ বাধা দেওয়ার না থাকলে তবেই তুমি আসতে পারবে।

নিজের সত্ত্বা কতখানি ?

তুমি তো কখনও খাও–ই নি ! এ সমস্ত তো চন্দুলাল খায় আর

তুমি মনে করো যে তুমি খাচ্ছ। চন্দুলাল খায় আর চন্দুলাল মলত্যাগ-ও করে। অকারণে এতে ফেঁসে আছে। তুমি এটা বুঝতে পারলে ?

প্রশ্নকর্তা : বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : এই সংসারে এমন কোন মানুষ জন্মায়নি যার মলত্যাগ করতে যাওয়ার–ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে। মলত্যাগ করারও স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই কারো কাছে তো আর কোন সত্ত্বা থাকবে ? এ তো যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার ইচ্ছানুসারে অল্প–বিস্তর হয় তখন মনে করে নাও যে তোমার দ্বারাই সব কিছু হচ্ছে। যখন আটকে যায় তখন বুঝতে পারো।

আমি 'ফরেন–রিটার্ন' ডাক্তারদের দশ–বারোজনকে এখানে ডেকেছিলাম, বড়োদা–তে। তাঁদেরকে আমি বললাম, 'মলত্যাগ করার–ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আপনাদের নেই।' এতে ওঁরা হতচকিত হয়ে গেলেন। আবার বললাম, ও তো যখন আটকে যাবে তখন বুঝতে পারবেন তখন ওখানে কারোর হেল্প নিতে হবে। সুতরাং আপনার স্বতন্ত্র সত্ত্বা এতে নেই। এ তো ভুল করে প্রকৃতির শক্তিকে নিজের শক্তি বলে মেনে নিয়েছেন। পরসত্ত্বাকে নিজের সত্ত্বা বলে মেনে নেওয়া, এরই নাম ভ্রান্তি। এই কথা কিছু বুঝতে পারলে তুমি ? দু–আনা চার–আনা বুঝলে কি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

দাদাশ্রী : এইটুকু বুঝতে পারলে তো সমাধান হয়ে যাবে। এই লোকেরা বলে না যে, 'আমি এত তপ করলাম, এইরকম জপ করলাম, উপবাস রাখলাম' এ সমস্তই ভ্রান্তি। তবুও জগৎ তো যেমন আছে তেমন–ই থাকবে। অহংকার না করে থাকবেই না। স্বভাব আছে না।

কর্তা, নৈমিত্তিক কর্তা—

প্রশ্নকর্তা : যদি বাস্তবে আমি কর্তা নই তাহলে কর্তা কে ? তার স্বরূপ কি রকম ?

দাদাশ্রী : আসলে নৈমিত্তিক কর্তা তো তুমি স্বয়ং নিজেই। নিজে

স্বয়ং স্বতন্ত্র কর্তা নও কিন্তু নৈমিত্তিক কর্তা। মানে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে কর্তা। পার্লামেন্টারি পদ্ধতি মানে ? যেমন পার্লামেন্টে সবার ভোটিং হয়, আর ফের শেষে নিজের ভোট হয়। তার আধারে নিজে স্বয়ং বলে যে এ'তো আমাকে করতে হবে। এই হিসাবে কর্তা হয়, এইভাবে যোজনার সৃষ্টি করে। নিজে স্বয়ংই যোজনা করে। কর্তাপন কেবল যোজনাতেই থাকে। যোজনাতে ওর সই থাকে। কিন্তু সংসারের লোকেরা এটা জানে না। এটা ব্যষ্টি কম্পিউটার, ছোট কম্পিউটারের মত। যেমন ছোট কম্পিউটারে যা ফীড করা হয়েছে তা বার হয় আর বড় কম্পিউটারে তা ফীড হয়ে যায়। সেইরকমই এই যোজনা সৃষ্ট হয়ে বড় কম্পিউটারে যায়। বড় কম্পিউটার হল সমষ্টি কম্পিউটার — সেটা এর বিসর্জন করে। এইজন্যে এই জন্মে সমস্ত লাইফ বিসর্জনরূপে থাকে, যার সৃষ্টি গত জন্মে করা হয়েছে। সেইজন্যে এই জীবনে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বিসর্জন স্বরূপেই আছে। নিজের হাতে কিছু নেই, সব পরসত্তাতে আছে। একবার যোজনা হয়ে গেলে সব পরসত্ত্বাতে চলে যায়। পরিণামে পরসত্ত্বার–ই নিয়ন্ত্রণে থাকে। অর্থাৎ পরিণাম আলাদা। পরিণাম পরসত্ত্বার অধীন। বুঝতে পারছ ? এ অতি গূঢ় কথা।

কর্তাপদ থেকে কর্মবন্ধন !

প্রশ্নকর্তা : এই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য কি করবো ?

দাদাশ্রী : এই কর্ম কর্তার অধীন। এইজন্যে কর্তা হলে তবেই কর্ম হবে। কর্তা না হলে কর্ম হবে না। কর্তা কেমন করে হয় ? আরোপিত ভাবে গিয়ে বসার জন্যে–ই কর্তা হয়েছো। নিজের মূল স্বভাবে আসলে স্বয়ং কর্তা হবেই না। 'আমি করেছি' এইরকম বলেছো, এইজন্যে কর্তা হয়েছো। মানে কর্ম–কে আধার দিয়েছো। এখন নিজে যদি কর্তা না হও তো কর্ম থাকবে না, নিরাধার করলে কর্ম থাকবে না। মানে যতক্ষণ কর্তাপদ আছে ততক্ষণ কর্ম–ও আছে।

'ছুটে দেহাধ্যাস তো নহি কর্তা তু কর্ম,
(দেহাধ্যাস গেলে কর্ম–এর কর্তা তুমি নও)
নহি ভোক্তা তু ইসকা, এহি ধর্মকা মর্ম'
(তুমি এর ভোক্তা নও, ধর্মের এটাই মর্ম)

— শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র

এখন তুমি 'আমি চন্দুলাল' এরকম মনে ধারণা করে বসে আছ, সেইজন্যে সব একাকার হয়ে গেছে। ভিতরে দুটি বস্তু আলাদা আছে। তুমি আলাদা, চন্দুলাল আলাদা। কিন্তু তুমি যতক্ষণ এটা না জানছো ততক্ষণ কি হবে ? জ্ঞানী পুরুষ ভেদ–বিজ্ঞান দিয়ে আলাদা করে দিলে যখন 'তুমি' ('চন্দুলাল' থেকে) আলাদা হয়ে যাবে তখন 'তোমাকে' আর কিছু করতে হবে না, সব 'চন্দুলাল' করবে।

(৬) ভেদজ্ঞান কে করায় ?

আত্মা–অনাত্মার বৈজ্ঞানিক বিভাজন !

যেমন এই আংটিতে সোনা আর তামা দুই মিশে আছে। একে আমি গ্রামে নিয়ে গিয়ে কাউকে যদি বলি যে, 'ভাই, আলাদা–আলাদা করে দিন তো যে কেউ কি করে দিতে পারবে ? কে করতে পারবে ?

প্রশ্নকর্তা : স্বর্ণকার–ই করতে পারবে।

দাদাশ্রী : এটা যার কাজ, যে এতে এক্সপার্ট, সেই সোনা আর তামা দুই–ই আলাদা করে দেবে। শতকরা একশো' ভাগ শুদ্ধ সোনা আলাদা করে দেবে কারণ ও দু'টোর–ই গুণধর্ম জানে যে সোনার গুণধর্ম এই আর তামার গুণধর্ম এই। সেইরকম জ্ঞানীপুরুষ আত্মার গুণধর্ম জানেন আর অনাত্মার গুণধর্ম–ও জানেন।

আংটিতে সোনা আর তামা 'মিক্সচার' রূপে থাকে বলে এদের আলাদা করা যায়। সোনা আর তামা কম্পাউণ্ড স্বরূপে থাকলে তাদের আর আলাদা করা যেত না। কারণ সেক্ষেত্রে গুণধর্ম অন্য প্রকারের হয়ে যেত।

সেইরকমই জীবের ভিতর চেতন আর অচেতন মিক্সচার–রূপে থাকে, কম্পাউণ্ড স্বরূপে থাকে না। সেইজন্যে আবার নিজের স্বভাব ফিরে পেতে পারে। কম্পাউণ্ড হলে তো বোঝা–ই যেত না। চেতন–এর গুণধর্ম–ও বোঝা যেত না আর অচেতন–এর গুণধর্ম-ও বোঝা যেত না। তৃতীয় কোন গুণধর্ম উৎপন্ন হত। কিন্তু তা নয়। এ তো কেবল মিক্সচার হয়েছে। এইজন্যে জ্ঞানীপুরুষ এদের আলাদা করে দিলে আত্মার পরিচয় হয়ে যায়।

জ্ঞানবিধি কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার জ্ঞানবিধি কি ?

দাদাশ্রী : জ্ঞানবিধি তো সেপারেশন (আলাদা) করে পুদ্গল (অনাত্মা) আর আত্মা–র ! শুদ্ধচেতন আর পুদ্গল, দুই–এর সেপারেশন।

প্রশ্নকর্তা : এটা সিদ্ধান্তরূপে তো ঠিক আছে কিন্তু এর পদ্ধতি কি ?

দাদাশ্রী : এতে কিছু দেওয়া–নেওয়ার ব্যাপার নেই। কেবলমাত্র এখানে বসে যেমনটি বলানো হবে তেমনটি বলতে হবে। 'আমি কে' তার পরিচয় দেওয়ার জন্য দু-ঘণ্টার জ্ঞান প্রয়োগ হয়। এর মধ্যে ৪৮ মিনিট আত্মা–অনাত্মার ভেদ করানোর জন্য ভেদবিজ্ঞান –এর বাক্য বলানো হয়।

যা সবাইকে বলতে হয়। এরপরে একঘণ্টায় পাঁচ আজ্ঞা উদাহরণ দিয়ে সবিস্তারে বোঝানো হয়, বাকি জীবন কেমনভাবে ব্যতিত করতে হবে যাতে নতুন কর্মবন্ধন না হয় আর পুরানো কর্ম সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই লক্ষ্য সবসময় থাকে।

আবশ্যকতা গুরু-র, না জ্ঞানী'র ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী–কে পাওয়ার আগে কাউকে গুরু বলে মানলে ? তাহলে ওনার কি করবো ?

দাদাশ্রী : ওনার কাছে যাবে। আর যদি না যেতে চাও তো যাওয়া আবশ্যকও নয়। তুমি যেতে চাইলে যাবে, না যেতে চাইলে যাবে না।

ওনার দুঃখ না হয় সেইজন্যে যেতে হবে। তোমাকে বিনয় রাখতে হবে। এখানে 'আত্মজ্ঞান' নেওয়ার সময় আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'এখন কি আমি গুরুকে ছেড়ে দেব ?' তাহলে আমি বলি, 'ছেড়ো না। আরে, ওই গুরুর প্রভাবেই তো এই পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছো।' গুরুর জন্যেই মানুষ সীমার মধ্যে থাকতে পারে। গুরু না থাকলে তো সীমা–ও থাকবে না। আর গুরুকে বলা উচিৎ যে, 'আমি জ্ঞানীপুরুষ–এর দর্শন করতে যাচ্ছি।' কিন্তু লোক তো নিজের গুরুকেও আমার কাছে নিয়ে আসে কারণ গুরুর–ও তো মোক্ষ চাই। সংসারের জ্ঞান গুরু বিনা হয় না আর মোক্ষের জ্ঞান–ও গুরু বিনা হয় না। ব্যবহার–এর গুরু 'ব্যবহার' –এর জন্য আর জ্ঞানীপুরুষ 'নিশ্চয়' –এর জন্য। ব্যবহার রিলেটিভ আর নিশ্চয় রয়্যাল। রিলেটিভ –এর জন্য গুরু চাই আর রিয়্যাল–এর জন্য জ্ঞানীপুরুষ চাই।

(৭) মোক্ষ –এর স্বরূপ কি ?

ধ্যেয় কেবল এটাই হওয়া উচিৎ !

প্রশ্নকর্তা : মানুষের কি ধ্যেয় হওয়া উচিৎ ?

দাদাশ্রী : মোক্ষ–এ যাওয়ার–ই। এটাই ধ্যেয় হওয়া উচিৎ। তুমিও মোক্ষেই যেতে চাও না কি ? কতদিন ঘুরে মরবে ? অনন্ত জন্মাতে তো ঘুরছো, ঘুরছো .... ঘুরতে আর কিছু বাকি রাখো নি। জানোয়ার গতি, (পশুজন্ম), মনুষ্যগতি, দেবগতি ----সব জায়গাতেই ঘুরেই বেড়িয়েছো। কেন এরকম ঘুরতে হচ্ছে ? কারণ 'আমি কে' এটাই জান না ? নিজের স্বরূপের সাথে পরিচয় হয়নি। নিজের স্বরূপ–কে চেনা দরকার। 'নিজে কে' — এটা জানা দরকার, নয় কি ? এতো ঘুরছো, তবুও জানতে পারোনি ? কেবল পয়সা–উপার্জনেই ব্যস্ত ছিলে ? মোক্ষের জন্যেও তো অল্প–বিস্তর কিছু করা প্রয়োজন, না কি প্রয়োজন নেই ?

প্রশ্নকর্তা : করা দরকার।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই কি ? এরকম পরবশ কতদিন থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু স্বতন্ত্র হওয়ার বোধের প্রয়োজন আছে, এইরকম–ই আমি মনে করি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই বোধের–ই প্রয়োজন আছে। এই বোধকে তুমি জেনে নিলেও অনেক হয়ে গেল, স্বতন্ত্র না–ই হলে। স্বতন্ত্র হলো কি না হলো সে তো পরের কথা কিন্তু এর বোধের তো প্রয়োজন আছে ? প্রথমে বোধপ্রাপ্ত হলেও অনেক হল।

'স্বভাব'–এ আসতে পরিশ্রম নেই !

মোক্ষ মানে নিজের স্বভাবে আসা আর সংসার মানে নিজের বিশেষভাবে যাওয়া। তাহলে সহজ কোনটা ? স্বভাবে থাকা ! অর্থাৎ মোক্ষ কঠিন নয়। সংসার সবসময়েই কঠিন । মোক্ষ তো খিচুড়ী রান্নার চেয়েও সহজ। খিচুড়ী রান্নার জন্যে তো কাঠ আনতে হবে, চাল–ডাল আনতে হবে, বাসন আনতে হবে, জল আনতে হবে, তবে–ই খিচুড়ী বানানো যাবে। এই স্থিতিতে মোক্ষ তো খিচুড়ী রান্নার চেয়েও সহজ কিন্তু মোক্ষদাতা জ্ঞানীর সাক্ষাৎ হওয়া চাই। নয়তো মোক্ষ কখনই হবে না । কোটি বার জন্মগ্রহণ করলেও হবে না। অনন্ত জন্ম তো হয়ে গেছে ?

পরিশ্রম করে মোক্ষ পাওয়া যায় না !

এই যে আমি বলি, যে আমার কাছে এসে মোক্ষ নিয়ে যাও তো লোকেরা মনে মনে ভাবে যে, 'নিজের পরিশ্রম ছাড়া এইরকমভাবে দেওয়া মোক্ষ কোন কাজে আসবে ?!' তো ভাই, পরিশ্রম করে আনো, দ্যাখো, ওদের বুদ্ধি কত ভালো(!) ?! শুধু পরিশ্রম করে কিছুই পাওয়া যাবে না। পরিশ্রম করে কেউ কখনো মোক্ষ পায়নি।

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ দেওয়া বা নেওয়া সম্ভব কি ?

দাদাশ্রী : ও তো দেওয়া–নেওয়ার নয়ই। এ তো নৈমিত্তিক হয়েছে। তুমি আমার কাছে এলে, এটা নিমিত্ত হল। নিমিত্ত হওয়া জরুরী। নয়তো না কেউ দেওয়ার আছে, না কেউ নেওয়ার আছে। দানী কাকে বলে ? কেউ নিজের বস্তু দিলে তাকে দানী বলে। কিন্তু মোক্ষ তো তোমার ঘরেই আছে, আমার তো কেবল তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। মানে নেওয়া–দেওয়ার ব্যাপারই নয়। আমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র।

মোক্ষ মানে সনাতন সুখ !

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ পেলে কি করবো ?

দাদাশ্রী : কিছু কিছু লোক আমার কাছে আসে যারা বলে যে আমাদের মোক্ষ চাই না। আমি তাদের বলি, 'ভাই তোমাদের মোক্ষের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সুখ তো চাই নাকি চাই না ? দুঃখ পছন্দ করো কি ? তারা বলে, 'না, সুখ তো চাই।' তখন আমি বলি, 'সুখ একটু–আধটু কম হলে চলবে ?' তাতে বলে, 'না, সুখ তো পুরো–ই চাই।' তখন আমি বলি, 'তাহলে আমি সুখের–ই কথা বলছি। মোক্ষের কথার প্রয়োজন নেই।' মোক্ষ কি বস্তু তা লোকেরা বোঝেই না। শব্দটা শুধু বলে। অনেকে তো এরকম মনে করে যে মোক্ষ বলে কোন জায়গা আছে আর সেখানে গেলে আমরা মোক্ষের আনন্দ পাবো। কিন্তু এটা এরকম নয়।

মোক্ষ, দুটি পর্যায়ে !

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ –এর অর্থ, আমরা সাধারণভাবে 'জন্ম–মৃত্যু থেকে মুক্তি' এরকম বুঝি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে ; কিন্তু যে অন্তিম মুক্তি, তা সেকেণ্ডারি স্টেজে আসে। কিন্তু প্রথম স্টেজে প্রথম মোক্ষ মানে সংসারী দুঃখের অভাব হয়। সংসারের দুঃখেও দুঃখের কোন অনুভূতি হয় না। উপাধিতেও সমাধি থাকে, এটাই প্রথম মোক্ষ । আর তারপরে এই দেহ বিলয় হলে

আত্যন্তিক মোক্ষ হয়। কিন্তু প্রথম মোক্ষ তো এখানেই হওয়া দরকার। আমার মোক্ষ তো হয়েই গেছে ! সংসারে থাকলেও সংসার স্পর্শ করবে না এরকম মোক্ষ হতে হবে। এই আক্রম – বিজ্ঞানে এরকম-ই হয়।

বেঁচে থাকতেই মুক্তি !

প্রশ্নকর্তা : এই যে মোক্ষ বা মুক্তি, তা কি বেঁচে থাকতে–ই হয়, না কি মরার পরে মুক্তি হয়।

দাদাশ্রী : মরার পরে মুক্তি কোন কাজে লাগবে ? মরার পরে মুক্তি হবে এরকম বলে লোককে ফাঁদে ফেলে। আরে, আমাকে এখানেই কিছু দেখাও না। কিছু তো আস্বাদ করাও, কিছু প্রমাণ তো দাও। ওখানে মোক্ষ হবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এরকম ধার নেওয়া মোক্ষ নিয়ে আমি কি করবো ? ধার নেওয়াতে ফল পাওয়া যায় না। এইজন্য ক্যাশ (নগদ)–ই ভালো। আমাদের এখানে বেঁচে থাকতেই মুক্তি হওয়া চাই। যেমন জনক রাজার মুক্তি তুমি শোন নি।

প্রশ্নকর্তা : শুনেছি ।

অক্রম মার্গ কি ?

অক্রমজ্ঞান থেকে অদ্ভুত সিদ্ধি !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই সংসারে থেকে এরকম আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এরকম রাস্তা আছে। সংসারে থেকেই শুধু নয়, স্ত্রীর সাথে থেকেও আত্মজ্ঞান পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র সংসারে থেকেই নয়, পরন্তু ছেলে–মেয়ের বিয়ে দিয়ে, সমস্ত কর্ম করেও আত্মজ্ঞান হতে পারে। আমি সংসারে থেকেই এটা করিয়ে দিই। সংসারে, অর্থাৎ সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের ছাড় তোমাকে দিই। ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে আর ভাল জামাকাপড় পরে বিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশী আর কি গ্যারাণ্টি চাও ?

প্রশ্নকর্তা : এত সমস্ত ছাড় পেলে তবে তো নিশ্চয়ই আত্মাতে থাকতে পারবো।

দাদাশ্রী : সমস্ত ছাড় ! এটা অপবাদ (সাধারণ নিয়মের বাইরে) মার্গ। তোমাকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে না। তোমার আত্মা তোমার হাতে দিয়ে দেব, এরপরে আত্মরমণতা–তে থাকো আর এই লিফ্‌ট্–এ বসে থেকো। তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না। ফের তোমার কোন কর্মবন্ধনও হবে না। এক জন্মের–ই কর্মবন্ধন হবে, সেও আমার আজ্ঞা পালন করার জন্যে। আজ্ঞায় থাকা এইজন্যে জরুরী যে লিফ্‌ট্–এ বসার সময় যদি হাত এদিক–ওদিক করো তো বিপদে না পড়ে যাও !

প্রশ্নকর্তা : মানে এর পরের জন্ম অবশ্যই হবে ?

দাদাশ্রী : আগের জন্ম–ও ছিল আর এখন পরের জন্ম–ও আছে, কিন্তু এই জ্ঞান এমনই যে এর পরে এক–দুই জন্ম–ই বাকী থাকে। প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তি হয়, ফের দু–এক জন্মে অন্তিম মুক্তি পেয়ে যাবে। এই কাল এমনই যে এক জন্ম তো অবশ্যই থাকবে।

তুমি একটা দিন আমার কাছে এসো। আমি একটা দিন স্থির করবো, সেদিন তোমাকে আসতে হবে। ওই দিন সবার রজ্জু পিছন থেকে কেটে দিই (স্বরূপের অজ্ঞানরূপী রজ্জুর বন্ধন দূর করে দিই)। রোজ কাটি না, রোজ তো সৎসঙ্গেরই সমস্ত কথা বলি। কিন্তু একদিন স্থির করি আর ওইদিন ব্লেড দিয়ে এইভাবে রজ্জু কেটে দিই (জ্ঞানবিধিতে স্বরূপজ্ঞান–এর প্রাপ্তি করাই), আর কিছু নয়। ফের শীঘ্রই তুমি বুঝে যাবে যে এইসব খুলে গেছে। এই অনুভব হলেই সাথে সাথে বলে যে মুক্ত হয়ে গেছি। অর্থাৎ মুক্ত হয়েছো এরকম ভান (বোধ) হওয়া চাই। মুক্ত হওয়া, এটা কোন গল্পকথা নয়। আমি তোমাকে মুক্ত করিয়ে দিই।

যেদিন এই 'জ্ঞান' দিই সেদিন কি হয় ? তোমার যা কর্ম আছে তা জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দু'ধরণের কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায় আর এক প্রকারের কর্ম বাকী থেকে যায়। যে কর্ম বাষ্পরূপে আছে তা নাশ হয়ে যায়। যে কর্ম জলরূপে আছে তাও নাশ হয়ে যায়। কিন্তু যে কর্ম বরফরূপে

আছে তার নাশ নয় না। বরফরূপে যে কর্ম আছে তা ভুগতেই হবে ; কারণ এই কর্ম জমে কঠিন হয়ে গেছে। যে কর্ম ফল দেওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে তা' তো ছাড়বে না। কিন্তু জল আর বাষ্পরূপে যে কর্ম আছে তাকে জ্ঞানাগ্নি নষ্ট করে দেয়। এইজন্যে জ্ঞান পেতেই লোক একদন হাল্কা হয়ে যায়, তার জাগৃতি বেড়ে যায়। যতক্ষণ কর্ম ভস্মীভূত না হচ্ছে ততক্ষণ জাগৃতি বাড়ে না। বরফের মত কঠিন যে কর্ম তা তোমাকে ভুগতে হবে। আর তা'ও সহজভাবে (কম কষ্টে) কেমন করে ভুগতে হবে তারও সব উপায় আমি বলে দিচ্ছি যে, 'ভাই, এই 'দাদা ভগবানের অসীম জয়জয়কার হোক' বলবে, ত্রিমন্ত্র বলবে, নয় কলম বলবে।'

আমি জ্ঞান দিই, এতে কর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায় আর সেইসময় অনেক আবরণ নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভগবানের কৃপা হওয়ার সাথে ও স্বয়ংই জাগৃত হয়ে যায়। ওই জাগৃতি আর যাবে না। জাগার পরে আর চলে যায় না ; নিরন্তর জাগৃত থাকতে পারে। মানে নিরন্তর প্রতীতি থাকবেই। প্রতীতি কখন থাকবে ? জাগৃতি হলে তবেই প্রতীতি থাকে। প্রথমে জাগৃতি, তারপরে প্রতীতি। ফের অনুভব, লক্ষ্য আর প্রতীতি এই তিন–ই থাকবে। প্রতীতি সমস্ত সময়ের জন্যে থাকবে। লক্ষ্য তো কখনো কখনো থাকবে। কোন ব্যবসা বা কোন কাজে লেগে গেলে লক্ষ্য চলে যাবে, আবার কাজ শেষ হলেই লক্ষ্যে ফিরে আসবে। আর অনুভব তখনই হবে যখন কাজ থেকে, সমস্ত কিছু থেকে নিবৃত হয়ে একান্তে বসে আছো তখন অনুভবের স্বাদ আসবে। আর অনুভব তো ক্রমশঃ বাড়বেই। কারণ আগের চন্দুলাল কি ছিল আর আজকের চন্দুলাল কি হয়েছে তা বুঝতে পারবে। তো এই পরিবর্তন কিভাবে আসে ? আত্মা–অনুভব থেকে। আগে দেহাধ্যাসের অনুভব ছিল আর এখন এই আত্মা–অনুভব আছে।

প্রশ্নকর্তা : আত্মার অনুভব হয়ে গেলে কি হয় ?

দাদাশ্রী : আত্মার অনুভব হয়ে গেছে মানে দেহাধ্যাস চলে গেছে। দেহাধ্যাস চলে গেছে মানে কর্ম–বন্ধন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আর কি চাই ?

আত্মা – অনাত্মার মধ্যে ভেদরেখা !

এটা অক্রম–বিজ্ঞান, সেইজন্যে এত তাড়াতাড়ি সম্যকত্ব হয়। নয়তো ক্রমিকমার্গে তো আজ সম্যকত্ব হওয়া সম্ভবই নয়। এই অক্রমবিজ্ঞান তো খুব–ই উচ্চকোটির বিজ্ঞান। এতে আত্মা আর অনাত্মার মধ্যে মানে তোমার আর পরবস্তু, এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজন করে দেয়। 'এই' ভাগ তোমার আর 'এটা' তোমার নয়। আর মাঝখানে লাইন অফ ডিমার্কেশন, ভেদ–রেখা টেনে দিই। তারপরে প্রতিবেশীর ক্ষেতের ঢ্যাঁড়শ আমরা আর খেতে পারবো কি ?

মার্গ — 'ক্রম' আর 'অক্রম' !

তীর্থঙ্কদের যে জ্ঞান তা ক্রমিক জ্ঞান। ক্রমিক অর্থাৎ সিঁড়ির পরে সিঁড়ি চড়া। যেমন –যেমন পরিগ্রহ কম করবে, তেমন–তেমন মোক্ষের কাছে পৌঁছাবে, তাও অনেক সময় লাগবে। আর এই অক্রম–বিজ্ঞান মানে কি ? সিঁড়ি চড়তে হবে না, লিফ্‌টে বসে যাও আর বারোতলায় পৌঁছে যাও ! এইরকম এই লিফট্ মার্গ এসেছে। যে এই লিফ্‌টে বসে গেছে তার কল্যাণ হয়ে গেছে। এই লিফ্‌টে যে বসে গেছে তার সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসবে ! আমি তো নিমিত্তমাত্র। সমস্যার সমাধান তো করতে হবে না কি ? তুমি মোক্ষমার্গের পথিক, ওই লিফটে বসে আছো তার প্রমাণ তো হওয়া চাই, না কি চাই না ? প্রমাণ মানে ক্রোধ মান মায়া লোভ হবে না, আর্তধ্যান–রৌদ্রধ্যান হবে না। মানে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল না ?

যে 'আমার' সাক্ষাৎ করেছে সেই পাত্র !

দাদাশ্রী : এই মার্গ এত সহজ তো তাহলে কোন অধিকার (পাত্রতা) দেখার প্রয়োজন নেই ? সকলের জন্যেই কি এটা সম্ভব ?

প্রশ্নকর্তা : লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, 'আমি কি অধিকারী (পাত্র) ? আমি বলি যে, 'আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, এইজন্যে তুমি অধিকারী।'

এই সাক্ষাতের পিছনে সায়েণ্টিফিক সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স আছে। এইজন্যে আমার সাথে যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে তারা অধিকারী বলে গণ্য। যার সাক্ষাৎ হয়নি সে অধিকারী নয়। কিসের আধারে এই সাক্ষাৎ হয় ? ও অধিকারী, এই আধারেই তো আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমার সাথে সাক্ষাতের পরও যদি ওর প্রাপ্তি না হয় তো তাহলে ওর অন্তরায় কর্ম বাধারূপে আছে।

ক্রম–তে 'করার' আর অক্রম–এ....

এক ভাই একবার প্রশ্ন করেছিল যে ক্রম আর অক্রম –এ পার্থক্য কি ? তখন আমি বললাম যে, ক্রম মানে যেমন সবাই বলে, এই উল্টো (ভুল) ছাড়ো আর সোজা (ঠিক) করো। সবাই এটাই বারবার বলে, তারই নাম ক্রমিক মার্গ। ক্রম মানে সবকিছু ছাড়তে বলে। এই কপট, লোভ ছাড়ো আর ভালো করো। এতদিন তুমি এই–ই দেখেছো কি না ? আর অক্রম মানে করার নয়, করোতি–করোসি–করোমি নয় ! পকেট কাটা গেলে অক্রম–এ বলবে 'ও কাটে নি, আর আমার কাটা যায় নি।' আর ক্রম–তে বলে যে 'ও কেটেছে আর আমার কাটা গেছে।'

এই অক্রমবিজ্ঞান লটারীর মত। লটারীতে পুরস্কার পেলে তার জন্যে কোন পরিশ্রম করতে হয়েছিল কি ? টাকা সে–ও দিয়েছিল আর অন্যরাও দিয়েছিল কিন্তু ও–ই পেয়ে গেল। এইরকমই এই অক্রমবিজ্ঞান, সাথে সাথেই মোক্ষ দিয়ে দেয়, নগদ দেয় !

অক্রম থেকে আমূল পরিবর্তন !

অক্রমবিজ্ঞানকে খুব বড় আশ্চর্য্য বলে। এখানে আত্মজ্ঞান পাওয়ার পরে দ্বিতীয় দিন থেকেই মানুষের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এটা শুনতেই লোকেরা এই বিজ্ঞান স্বীকার করে নেয় আর এখানে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে।

অক্রম মার্গ, সমস্ত বিশ্বে !

এই সংযোগ তো খুবই উচ্চকোটির তৈরী হয়েছে ! এরকম অন্য কোথাও হয়নি। একজন মাত্র মানুষ 'দাদাজী' একা–ই এই কাজ করতে পেরেছেন, দ্বিতীয় অন্য কেউ করতে পারবে না।

প্রশ্নকর্তা : পরে দাদাজীর কৃপা থাকবে তো ? আপনার পরে কি হবে ?

দাদাশ্রী : এই মার্গ তো চলতে থাকবে। আমার তো ইচ্ছা যে কেউ প্রস্তুত হয়ে যায়, পরে এই মার্গ চালানোর জন্য কাউকে চাই কি না ?

প্রশ্নকর্তা : চাই।

দাদাশ্রী : আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : অক্রমবিজ্ঞান যদি চালু থাকে, তো তা নিমিত্ত দ্বারা চালু থাকবে !

দাদাশ্রী : 'অক্রমবিজ্ঞান' চালু–ই থাকবে। অক্রম–বিজ্ঞান এক–দু' বছর এমনিই চলতে থাকলে সমস্ত জগতে এর কথা ছড়িয়ে পড়বে আর পৌঁছে যাবে এর চরম সীমা পর্য্যন্ত। কারণ মিথ্যে কথা যেমন গলা ফাটিয়ে বলে তেমনই সত্যি কথাও গলা ফাটিয়ে বলতে হবে। সত্যিকথার প্রভাব পরে হয় আর মিথ্যে কথার প্রভাব তাড়াতাড়ি হয়।

অক্রম দ্বারা স্ত্রী–লোকেরও মোক্ষ !

লোকে বলে যে মোক্ষ পুরুষদের–ই হয়, স্ত্রী–লোকের নয়। আমি বলি যে মহিলাদেরও মোক্ষ হয়। কেন হবে না ? তাতে ওরা বলে যে, ওদের কপট আর মোহের গ্রন্থি অনেক বড় হয়। পুরুষদের যদি ছোট গাঁট হয়, তো ওদের তো এত বড় মানকচুর মত হয়।

মহিলারাও মোক্ষ–এ যাবে। সবাই না বলুক না কেন, কিন্তু মহিলারাও মোক্ষ–এ যাওয়ার যোগ্য। কারণ ওরাও আত্মা, আর পুরুষদের

সাথে সম্পর্কে এসেছে। এইজন্যে ওদের–ও সমাধান হবে। কিন্তু স্ত্রী–প্রকৃতিতে মোহ বলবান হওয়ার কারণে বেশি সময় লাগবে।

কাজ করিয়ে নাও !

যখন প্রয়োজন তখন নিজের কাজ করিয়ে নাও। এরকম নয় যে তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। তোমার ভালো লাগলে আসবে। আর সংসার যদি ভালো লাগে, তো ততক্ষণ ওই ব্যবসাও চালিয়ে যাও। আমি একথা বলছি না যে তোমাকে এরকমই করতে হবে। আর তোমাকে চিঠিও লিখতে যাবো না। এখানে এসেছো তো তোমাকে বলবো, 'ভাই লাভ হঠাও।'

এতটুকুই তোমাকে বলবো। হাজার হাজার বছরে এরকম বিজ্ঞান প্রকট হয়নি। সেইজন্যে আমি বলছি যে পরে যা হওয়ার হোক, কিন্তু এই কাজ করে নেওয়া প্রয়োজন।

(৯) 'জ্ঞানী পুরুষ' কে ?

সন্ত পুরুষ : জ্ঞানী পুরুষ !

প্রশ্নকর্তা : এই যে সমস্ত সন্ত, এনাদের আর জ্ঞানীর মধ্যে কতটা পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : সন্ত তাকে বলে যে খারাপ ছাড়িয়ে দেয় আর ভালো শেখায়। খারাপ করা ছাড়ায় আর ভালো করা শেখায়, তার নাম সন্ত।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ পাপকর্ম থেকে রক্ষা করেন, তিনিই সন্ত ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পাপকর্ম থেকে বাঁচান তিনিই সন্ত, কিন্তু পাপ–পুণ্য দুই থেকেই যিনি বাঁচান তাঁরই নাম জ্ঞানীপুরুষ।

সন্ত পুরুষ সঠিক রাস্তা বলেন আর জ্ঞানীপুরুষ মুক্তি দেন। সন্তকে তো পথিক বলে, পথিক মানে ও নিজেও চলে আর অন্য পথিককে বলে, 'চলো তুমি আমার সাথে'। আর জ্ঞানী–পুরুষ তো অন্তিম স্টেশন, ওখানে তো নিজের কাজ–ই হয়ে যায়।

শুদ্ধ, একদম বিশুদ্ধ সন্ত কে ? যিনি মমতা রহিত হয়েছেন। অন্য যাঁরা তাঁদের অল্প–বিস্তর মমতা থাকে। আর বিশুদ্ধ জ্ঞানী কে ? যাঁর অহঙ্কার আর মমতা দুই–ই নেই।

সেইজন্যে সন্তকে জ্ঞানীপুরুষ বলা যায় না। সন্তদের আত্মার জ্ঞান থাকে না। এই সন্ত যখন কোন জ্ঞানী পুরুষের কাছে আসবেন তখন তাঁর কাজ হয়ে যাবে। সন্তদের–ও ওনার প্রয়োজন আছে। সবাইকে এখানে আসতে হবে। বিকল্প নেই আর! প্রত্যেকেরই এই ইচ্ছা হয়ে থাকে।

জ্ঞানীপুরুষ জগতের আশ্চর্য্য। জ্ঞানীপুরুষ প্রজ্জ্বলিত দীপ।

জ্ঞানী পুরুষের পরিচয় !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানীপুরুষকে কিভাবে চিনব ?

দাদাশ্রী : কিভাবে চিনবে ? জ্ঞানীপুরুষ তো এমনই যে কিছু না করেই তাঁকে চেনা যায়। ওনার সুগন্ধই চেনা যায় এরকম হয়। ওনার বাতাবরণ কিছু অন্য রকমেরই হয়। ওনার বাণীও অন্য ধরণের হয়। ওনার শব্দ থেকেই চেনা যায়। আরে, ওনার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। জ্ঞানী অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হন, অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য। আর ওনার প্রত্যেক শব্দ শাস্ত্ররূপ হয়, যদি বুঝতে পারো তো। ওনার বাণী, ব্যবহার আর বিনয় মনোহর হয়, মনকে জয় করে নেয় এমন হয়। এইরকম অনেক লক্ষণ থাকে।

জ্ঞানী পুরুষের লেশমাত্র বুদ্ধিও থাকে না। উনি অবুধ হন। বুদ্ধি লেশমাত্রও নেই এরকম কত লোক হবেন ? কখনও কখনও এরকম কারোর জন্ম হয় আর তখন লোকের কল্যাণ হয়ে যায়। তখন লক্ষ–লক্ষ মানুষ সাঁতার কেটে (সংসার–সাগর) পার হয়ে যায়। জ্ঞানীপুরুষ অহংকার রহিত হন, একটুও অহংকার থাকে না। অহংকার রহিত কোন মানুষ এই সংসারে হয়ই না। শুধুমাত্র জ্ঞানীপুরুষ–ই অহংকার রহিত হন।

জ্ঞানীপুরুষ তো হাজার–হাজার বছরে এক–আধজন জন্মান, নয়তো সন্ত, শাস্ত্রজ্ঞানী তো অনেক হন। আমাদের এখানে শাস্ত্রের জ্ঞানী

অনেকে আছেন কিন্তু আত্মার জ্ঞানী নেই। যিনি আত্মার জ্ঞানী হবেন তিনি তো পরম সুখী হবেন, তাঁর কণামাত্রও দুঃখ থাকবে না। সেইজন্য তাঁর কাছে গেলে নিজের কল্যাণ হয়। যিনি স্বয়ং নিজের কল্যাণ করে বসে আছেন, তিনিই আমাদের কল্যাণ করতে সক্ষম। যিনি নিজে পার হয়ে গেছেন তিনি আমাদের পার করতে পারেন। যে নিজেই ডুবে যাচ্ছে, সে কখনও পার করতে পারবে না।

(১০) 'দাদা ভগবান' কে ?

'আমি' আর 'দাদা ভগবান', এক নয় রে !

প্রশ্নকর্তা : তো আপনাকে ভগবান কেন বলে ?

দাদাশ্রী : আমি স্বয়ং ভগবান নই। ভগবানকে, 'দাদা ভগবান'কে তো আমিও নমস্কার করি। আমি নিজে তিনশো–ছাপ্পান্ন ডিগ্রীতে আছি আর 'দাদা ভগবান' তিনশো–ষাট ডিগ্রীতে বসে আছেন। আমার চার ডিগ্রী কম আছে, এইজন্যে আমি দাদা ভগবানকে নমস্কার করি।

প্রশ্নকর্তা : সেটা কিসের জন্যে ?

দাদাশ্রী : কারণ আমাকে তো চার ডিগ্রী পুরো করতে হবে। হবে তো, না কি ? চার ডিগ্রী কম থেকে গেছে, পাস করতে পারিনি কিন্তু পাস না করলে মুক্তি পাব কি ?

প্রশ্নকর্তা : আপনার ভগবান হওয়ার মোহ আছে কি ?

দাদাশ্রী : আমার তো ভগবান হওয়া বোঝার মত লাগে। আমি তো লঘুতম পুরুষ। এই জগতে আমার থেকে লঘু কেউ নেই, এরকম লঘুতম আমি। ভগবান হওয়া আমার বোঝাস্বরূপ মনে হয়, উল্টে লজ্জা করে।

প্রশ্নকর্তা : ভগবান হতে চান না তো তাহলে এই চার ডিগ্রী পুরো করার পুরুষার্থ কি জন্যে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও তো মোক্ষে যাওয়ার জন্যে। আমি ভগবান হয়ে কি করবো ? ভগবান মানে তো, ভগবান গুণ যাঁরা ধারণ করেন তাঁরা সবাই

ভগবান হন। 'ভগবান' শব্দ বিশেষণ। কোন মানুষ ওর যোগ্য হলে লোকে তাঁকে ভগবান বলবেই।

এখানে প্রকট হয়েছেন, চৌদ্দ লোকের প্রভু !

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা ভগবান' শব্দ কার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

দাদাশ্রী : 'দাদা ভগবান'–এর জন্য। আমার জন্য নয়, আমি তো জ্ঞানীপুরুষ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ভগবান ?

দাদাশ্রী : 'দাদা ভগবান' যিনি চৌদ্দ লোকের প্রভু। উনি তোমাতেও আছেন, কিন্তু তোমাতে প্রকট হননি। তোমাতে অব্যক্তরূপে আছেন আর এখানে ব্যক্ত হয়েছেন। ব্যক্ত হয়েছেন, সেইজন্যে ফল দিতে পারেন। একবারও ওনার নাম নিলে কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। চিনে নিয়ে বললে কল্যাণ হয়ে যাবে আর সাংসারিক বস্তুর জন্য কোন বাধা–বিঘ্ন থাকলে তাও দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এতে লোভ করবে না কারণ লোভ করলে তার অন্ত কোনদিন আসবে না। 'দাদা ভগবান' কে তা তুমি বুঝতে পারলে কি ?

'যাকে দেখতে পাচ্ছো তিনি 'দাদা ভগবান' নন। তুমি এই যা দেখতে পাচ্ছো তাকেই 'দাদা ভগবান' মনে করো, তাই তো ? কিন্তু এই যাকে দেখছো এ ভাদ্‌রনের পটেল। আমি 'জ্ঞানীপুরুষ' আর 'দাদা ভগবান' তো ভিতরে বসে আছেন। ভিতরে প্রকট হয়েছেন তিনিই, চৌদ্দ লোকের নাথ প্রকট হয়েছেন। ওনাকে আমি নিজে দেখেছি, স্বয়ং অনুভব করেছি। সেইজন্যে আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলছি যে উনি ভিতরে প্রকট হয়েছেন।

আর এইসব কথা কে বলছে ? 'টেপ রেকর্ডার' কথা বলছে। কারণ 'দাদা ভগবান'–এর বলার শক্তি নেই আর এই 'পটেল' তো টেপ রেকর্ডার-এর আধারে বলছে। 'ভগবান' আর 'পটেল' দুজনে আলাদা সেইজন্য এখানে অহংকার করতে পারি না। এই 'টেপ রেকর্ডার' বলে আর আমি তার জ্ঞাতাদ্রষ্টা থাকি। তোমারও টেপ–রেকর্ডারই বলে কিন্তু তোমার মনে 'আমি বলছি' এরকম গর্বরস (অহংকার) উৎপন্ন হয়। নতুবা, আমাকেও 'দাদা–

ভগবান'কে নমস্কার করতে হয়। আমার 'দাদা ভগবান' এর সাথে ভেদ–ব্যবহারই (দুজনে আলাদা, এরকম) থাকে। ব্যবহারেই ভেদ, কিন্তু লোকে এরকম মনে করে যে ইনি স্বয়ং–ই দাদা ভগবান। না, স্বয়ং দাদা ভগবান কি করে হবো ? এতো ভাদরনের পটেল।

(১১) সীমন্ধর স্বামী কে ?

তীর্থঙ্কর ভগবান শ্রী সীমন্ধর স্বামী !

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামী কে ? এটা বোঝানোর কৃপা করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামী বর্তমান তীর্থঙ্কর সাহেব। উনি অন্য ক্ষেত্রে আছেন। যেমন ঋষভদেব ভগবান ছিলেন, মহাবীর ভগবান ছিলেন তেমনি সীমন্ধর স্বামীও তীর্থঙ্কর। উনি আজও মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। মহাবীর ভগবান তো সব বলে দিয়েছেন, কিন্তু লোকেদের বোধ বাঁকা হলে কি হবে ? এইজন্যে ফলপ্রাপ্তি হয় না।

ভগবান মহাবীর বলে গিয়েছেন যে, 'এখন চৌবীসী বন্ধ হয়ে যাবে, এখন (ভরতক্ষেত্রে) আর তীর্থঙ্কর হবেন না। সেইজন্যে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে যে তীর্থঙ্কর আছেন তাঁর আরাধনা করবে।

ওখানে বর্তমান তীর্থঙ্কর আছেন, তাঁর আরাধনা করবে।' কিন্তু এখন তো লোকেদের লক্ষ্যে তা নেই। আর এই চব্বিশজনকেই সব লোক তীর্থঙ্কর বলে !

খেয়ালে তো সীমন্ধর স্বামী ই !

লোকে আমাকে প্রশ্ন করে যে আপনি সীমন্ধর স্বামীর আরাধনা কেন করান ? চব্বিশ তীর্থঙ্করদের কেন করান না ? আমি বলি যে, চব্বিশ তীর্থঙ্কর–এর কথা তো বলি, কিন্তু আমি রীতি অনুসারে বলি। সীমন্ধর স্বামীর কথা বেশি করে বলি। ওনাকেই বর্তমান তীর্থঙ্কর বলে আর এই 'নমো অরিহন্তানং' ওনার কাছেই পৌঁছায়। নবকার–মন্ত্র বলার সময় সীমন্ধর স্বামী খেয়ালে থাকা উচিৎ, তবেই তোমাদের নবকার–মন্ত্র শুদ্ধ হয়েছে বলা যাবে।

ঋণানুবন্ধ, ভরতক্ষেত্রের !

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামীর বর্ণনা করুন।

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামীর আয়ু এখন পৌনে–দুই লক্ষ বছর। উনিও ঋষভদেব ভগবানের মত। ঋষভদেব ভগবানকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান বলা হয়। সেই রকমই ইনিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান। উনি আমাদের এখানে নেই কিন্তু অন্য ভূমিতে, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আছেন যেখানে মানুষ যেতে পারবে না। জ্ঞানী (ভগবানের কাছে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হয় তো) নিজের শক্তি সেখানে পাঠান, যে জিজ্ঞাসা করে আসে। ওখানে স্থূল দেহে যাওয়া যায় না, কিন্তু ওখানে জন্ম হলে যাওয়া যায়। যদি এখান থেকে ওখানকার ভূমির উপযুক্ত কেউ হয়ে যায় তো ওখানে জন্মও হয়।

আমাদের এখানে আড়াই হাজার বছর ধরে তীর্থঙ্করদের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেছে। তীর্থঙ্কর মানে সর্বশ্রেষ্ঠ, 'ফুলমুন' (পূর্ণচন্দ্র)। কিন্তু ওখানে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে সব সময়েই তীর্থঙ্কর থাকেন। সীমন্ধর স্বামী ওখানে আজও জীবিত আছেন। আমাদের মতই দেহ আছে, সব কিছু আছে।

(১২) 'অক্রম–মার্গ খোলা–ই আছে !

পরে জ্ঞানীদের বংশাবলী !

আমি আমার পরে জ্ঞানীদের পরম্পরা রেখে যাব। আমার উত্তরাধিকারী রেখে যাব আর তার পরে জ্ঞানীদের লিঙ্ক চলতে থাকবে। এই জন্য স-জীবন মূর্তি খুঁজবে। তাঁকে ছাড়া সমাধান হবে না।

আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। পরে কাউকে চাই কি চাই না ? পরের লোকেদের তো রাস্তার প্রয়োজন, কিনা ?

যাকে জগৎ মেনে নেবে, তার-ই চলবে !

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে আমার জন্যে চল্লিশ–পঞ্চাশ হাজার লোক কান্নাকাটি করবে কিন্তু শিষ্য একজন-ও থাকবে না। এর মানে আপনি কি বোঝাতে চান ?

দাদাশ্রী : আমার কোন শিষ্য হবে না। এটা কোন গদী নয়। গদী হলে তবে না উত্তরাধিকারী থাকবে! কেউ আত্মীয় বলে উত্তরাধিকারী হতে আসবে! এখানে তো লোকে যাকে মেনে নেবে, তার–ই চলবে। যে সবার শিষ্য হবে, তার–ই কাজ হবে। যে লঘুতম হবে তাকেই জগৎ মেনে নেবে।

(১৩) আত্মদৃষ্টি হওয়ার পরে...

আত্মপ্রাপ্তির লক্ষ্মণ !

'জ্ঞান' পাওয়ার আগে তুমি চন্দুভাই ছিলে, আর এখন জ্ঞান নেওয়ার পরে শুদ্ধাত্মা হলে তো অনুভবে কিছু পার্থক্য মনে হচ্ছে ?

প্রশ্নকর্তা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই খেয়াল তোমার কতক্ষণ থাকে ?

প্রশ্নকর্তা : একান্তে একা বসে থাকলে তখন থাকে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। ফের কোন ভাব থাকে ? তোমার 'আমি চন্দুভাই' এরকম ভাব কখনও হয় কি ? তোমার রিয়েলি 'আমি চন্দুভাই' এরকম ভাব কোনদিন হয়েছিল কি ?

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান নেওয়ার পরে হয়নি।

দাদাশ্রী : তাহলে তুমি শুদ্ধাত্মা–ই। মানুষের একটাই ভাব থাকতে পারে। মানে 'আমি শুদ্ধাত্মা' এটা তোমার মধ্যে নিরন্তর থাকে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অনেক সময় ব্যবহারে শুদ্ধাত্মার খেয়াল থাকে না।

দাদাশ্রী : তো 'আমি চন্দুভাই' এরকম খেয়াল থাকে ? তিনঘণ্টা শুদ্ধাত্মার খেয়াল থাকল না, আর তিনঘণ্টা পরে যদি প্রশ্ন করি, 'তুমি কি চন্দুভাই ? না কি শুদ্ধাত্মা ?' তাহলে কি বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : শুদ্ধাত্মা।

দাদাশ্রী : মানে ওই খেয়াল ছিলই। এক শেঠ ছিল আর সে মদ খেয়েছে, সেই সময় সমস্ত খেয়াল তার চলে যাবে। কিন্তু মদের নেশা চলে গেলে তখন .... ?

প্রশ্নকর্তা : আবার জাগৃত হয়ে যাবে।

দাদাশ্রী : সেইরকম এটাও বাইরের প্রভাব। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, যে বাস্তবে তুমি 'চন্দুভাই' না 'শুদ্ধাত্মা', তুমি বলো যে তুমি শুদ্ধাত্মা। আবার দ্বিতীয় দিন প্রশ্ন করি যে, 'বাস্তবে, তুমি কে ?' তখনও তুমি বলো যে 'শুদ্ধাত্মা'। পাঁচ দিন ধরে আমি জিজ্ঞাসা করতে থাকি, তারপরে বুঝে যাই যে তোমার মোক্ষের চাবি আমার কাছে আছে। পরে তুমি চেঁচামেচি করলেও আমি শুনব না।

অপূর্ব বোধ (ভান) এলো !

শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র কি বলেছেন ? যে 'সদ্গুরুর উপদেশে এলো অপূর্ব বোধ, স্ব–পদ, স্ব–ঘর পেলাম ; দূর হয়ে গেলো অজ্ঞান।' আগে দেহাধ্যাসের–ই বোধ ছিল। দেহাধ্যাস–রহিত বোধ আমার আগে ছিল না। এখন এই অপূর্ব বোধ, এই আত্মার বোধ আমার হলো। যা 'নিজের' নিজপদ ছিল, যে বলতো, 'আমি চন্দুভাই' সেই 'আমি' এখন নিজঘরে গিয়ে বসেছে। যা নিজপদ ছিল সেই নিজের মধ্যে বসে গেছে আর যে অজ্ঞান ছিল যে 'আমি চন্দুভাই' সেই অজ্ঞান দূর হয়ে গেছে।

একে দেহাধ্যাস বলে !

জগৎ দেহাধ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারে না আর নিজের স্বরূপে থাকতেও পারে না। তুমি স্বরূপে আছ মানে অহংকার চলে গেছে, মমতা দূর হয়ে গেছে। 'আমি চন্দুভাই'— একে দেহাধ্যাস বলে, আর 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই লক্ষ্য যখন থেকে বসেছে তখন থেকে আর অন্য কোন রকমের অধ্যাস (বোধ) থাকে না। এখন আর কিছু বাকী রইলো না। তবু ভুল–ত্রুটি হয়ে গেলে একটু দমবন্ধ করা অবস্থার অনুভূতি হবে।

শুদ্ধাত্মা পদ শুদ্ধ–ই !

আগে যে ভ্রান্তি ছিল যে 'আমি–ই করছি', এই জ্ঞান নেওয়ার পর সেই বোধ চলে গেছে। এইজন্যে আমি শুদ্ধ–ই, এই খেয়াল থাকার কারণে 'শুদ্ধাত্মা' বলেছি। কারোর সাথে যা কিছু হয়ে যাক, 'চন্দুভাই' গালাগালি দিক, তবুও তুমি শুদ্ধাত্মা–ই। তাই 'আমার' চন্দুভাইকে

বলতে হবে, 'ভাই, কেউ দুঃখ পায় এরকম অতিক্রমণ কেন করছো ? এরজন্যে প্রতিক্রমণ করো।

কেউ দুঃখ পায় এরকম যদি কিছু বলো তো তাকে 'অতিক্রমণ করা' বলা হয়। এর প্রতিক্রমণ করা উচিৎ।

প্রতিক্রমণ মানে তুমি বুঝতে পারবে যে এইভাবে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দোষ করেছি এটা আমি বুঝতে পেরেছি আর এখন আবার এইরকম দোষ করবো না, এই নিশ্চয় (স্থির) করতে হবে। এরকম করেছি তা ভুল করেছি, এরকম হওয়া উচিৎ হয়নি, আর দ্বিতীয়বার এরকম হবে না, এই প্রতিজ্ঞা করবে। তারপরেও যদি আবার একই দোষ দ্বিতীয়বার হয়ে যায় তো আবার অনুশোচনা করবে। যত দোষ দেখতে পাবে তার জন্যে অনুশোচনা করলে ততটা কম হয়ে যাবে। এইরকম করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : কোন ব্যক্তির প্রতিক্রমণ কি ভাবে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : মন–বাণী–শরীর, ভাবকর্ম–দ্রব্যকর্ম–নোকর্ম, (ওই ব্যক্তির) নাম আর ওর নামের সমস্ত মায়া থেকে পৃথক ওর শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করবে, আর ফের যে ভুল হয়েছে তা মনে করবে (আলোচনা)। ওই ভুলের জন্যে আমার অনুশোচনা হচ্ছে, আর এর জন্য আমাকে ক্ষমা করো (প্রতিক্রমণ), আবার এই ভুল হবে না এরকম দৃঢ় নিশ্চয় করছি, এইরকম স্থির করবে (প্রত্যাখান)। 'আমি' স্বয়ং 'চন্দুভাই'–এর জ্ঞাতাদ্রষ্টা থাকবো আর জানবো যে 'চন্দুভাই' কতটা প্রতিক্রমণ করলো, কত বার করলো আর কত সুন্দর করে করলো।

প্রজ্ঞা ভিতর থেকে সাবধান করে !

এটা বিজ্ঞান, সেইজন্যে আমার এর অনুভব হয় আর ভিতর থেকে–ই সাবধান করে। ওখানে (ক্রমিক মার্গে) তো আমাকে করতে হয় আর এখানে ভিতর থেকেই সাবধান করতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এখন ভিতর থেকে সাবধানবাণী আসে, এর অনুভূতি হয়েছে।

দাদাশ্রী : এখন আমি এই মার্গ (রাস্তা) পেয়েছি আর শুদ্ধাত্মার যে প্রথম বাউণ্ডারি (সীমানা) আছে, তার প্রথম দরজায় প্রবেশ করতে পেরেছি যেখান থেকে কেউ বাইরে বার করে দিতে পারবে না। কারোর বাইরে বার করে দেওয়ার অধিকার নেই এরকম জায়গায় তুমি প্রবেশ পেয়েছো।

বারবার কে সচেতন করে ? প্রজ্ঞা ! জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজ্ঞা শুরু হয় না। অথবা সম্যকত্ব প্রাপ্ত হলে প্রজ্ঞা শুরু হয়। সম্যকত্বে প্রজ্ঞা কিরকম ভাবে শুরু হয় ? দ্বিতীয়ার চাঁদের মত শুরু হয়। আর আমাদের এখানে তো পূর্ণ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ফুল (পূর্ণ) প্রজ্ঞা মানে তা শুধু মোক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই সচেতন করতে থাকে। ভরত রাজাকে তো সচেতন করার জন্যে লোক রাখতে হয়েছিল, চাকর রাখতে হয়েছিল। যে প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর পর বলতো, 'ভরত রাজা ! সাবধান, সাবধান, সাবধান !!!' তিন বার আওয়াজ দিত। দেখো, তোমাকে তো ভিতর থেকেই প্রজ্ঞা সচেতন করতে থাকে। প্রজ্ঞা নিরন্তর সচেতন করতে থাকে, 'এই, এরকম নয়'। সারাদিন সচেতন করতে থাকে আর এটাই আত্মার অনুভব, নিরন্তর, সারাদিন–ই আত্মার অনুভব !

অনুভব অন্তরে হবে–ই !

যে দিন জ্ঞান দিই, সেই রাতের যে অনুভব তা চলে যায় না। কি ভাবে যাবে ? আমি যেদিন জ্ঞান দিয়েছিলাম না, ওই রাতের যে অনুভব ছিল তা চিরদিনের জন্য। কিন্তু পুনরায় তোমার কর্ম তোমাকে ঘিরে ধরে। পূর্বকর্ম, যা ভোগ করেই শেষ করতে হবে, সেই 'চাইতে আসা' ঘিরে ধরে, তার আমি কি করবো ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, কিন্তু এখন আর এত ভুগতে হয় না।

দাদাশ্রী : তা মনে না হলে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু বেশী সংখ্যায় যদি চাইতে আসে তাহলে তাকে বেশী করে ঘিরে ধরবে। পাঁচ চাইতে এলে পাঁচ, দুই চাইতে এলে দুই আর কুড়ি চাইতে এলে কুড়ি। আমি তো তোমাকে শুদ্ধাত্মাপদে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু ফের দ্বিতীয়দিন সব চাইতে এলে তখন একটু সাফোকেশন হবে।

এখন কী বাকী রইলো ?

ওটা ক্রমিক বিজ্ঞান আর এটা অক্রম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান তো বীতরাগীদের–ই জ্ঞান। জ্ঞানে কোন পার্থক্য নেই। আমার জ্ঞান দেওয়ার পরে, আত্মা–অনুভব হওয়ার পরে আর কি কাজ বাকী থাকে ? জ্ঞানীপুরুষের 'আজ্ঞা'–র পালন। 'আজ্ঞা'–ই ধর্ম আর 'আজ্ঞা'–ই তপ। আর আমার আজ্ঞা সংসার (ব্যবহারে) একটুও বাধাস্বরূপ হয় না। সংসারে থেকেও সংসারের কোন প্রভাব না পড়ে এমনই এই অক্রমবিজ্ঞান।

সত্যিই যদি একাবতারী (একটাই জন্ম বাকী এরকম) হতে হয় তো আমার আজ্ঞা পালন করে চলো। এই বিজ্ঞান একাবতারী। এটা বিজ্ঞান, তবু এখান থেকে (ভরত ক্ষেত্র থেকে) সরাসরি মোক্ষে যেতে পারবে এরকম (সম্ভব) নয়।

মোক্ষমার্গে আজ্ঞাই ধর্ম...

যাকে মোক্ষে যেতে হবে তার কোন ক্রিয়া করার প্রয়োজন নেই। যাকে দেবযোনিতে যেতে হবে, ভৌতিক (সাংসারিক) সুখের কামনা যার আছে তার ক্রিয়া করার প্রয়োজন আছে। মোক্ষে যেতে হলে জ্ঞান আর জ্ঞানীর আজ্ঞা, এই দু'য়ের প্রয়োজন।

মোক্ষমার্গে তপ–ত্যাগ কিছুই করতে হয় না। শুধু জ্ঞানীপুরুষকে পেলে সেই জ্ঞানীর আজ্ঞাই ধর্ম আর আজ্ঞাই তপ, আর এই–ই জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র আর তপ যার প্রত্যক্ষ ফল মোক্ষ।

জ্ঞানী–র কাছে থাকবে !

জ্ঞানীর প্রতি কখনও প্রেমভাব হয়নি। জ্ঞানীর উপর প্রেমভাব হলে তাতেই সমস্ত কিছুর সমাধান হবে। প্রত্যেক জন্মে স্ত্রী–সন্তানাদি ছাড়া আর কিছু তো হয়–ই না !

ভগবান বলেছেন যে জ্ঞানীপুরুষের কাছ থেকে সম্যকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পরে জ্ঞানীপুরুষের পিছনে লেগে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : কোন অর্থে পিছনে লেগে থাকতে হবে ?

দাদাশ্রী : পিছনে লেগে থাকা মানে এই জ্ঞান পাওয়ার পরে আর কোন আরাধনা থাকে না। কিন্তু এ তো আমি জানি যে এটা অক্রম। এই সমস্ত লোক অসংখ্য 'ফাইল' নিয়ে এসেছে। এই ফাইলের কারণে তোমাকে মুক্ত রেখেছি কিন্তু এর মানে এই নয় যে কাজ মিটে গেছে। আজকাল অনেক ফাইল হয়, সেইজন্যে তোমাকে আমার এখানে রাখলে তোমার 'ফাইল'–রা ডাকতে আসবে। এই কারণে ছাড় দিয়েছি যে ঘরে গিয়ে ফাইলদের সমভাবে নিকাল (সমাধানপূর্বক শেষ) করো। তা নাহলে তো জ্ঞানীর কাছেই পড়ে থাকা উচিৎ।

নয়তো আমার থেকে যদি পূর্ণরূপে লাভ না নিতে পারো তো এটা তোমার মনে দিন–রাত কাঁটার মত ফোটা উচিৎ। যতই ফাইলরা থাকুক না কেন আর জ্ঞানীপুরুষ বলে থাকুন, আজ্ঞা দিয়ে থাকুন যে ফাইলদের সমভাবে নিকাল করবে, সেই আজ্ঞাই ধর্ম নয় কি ? সে তো আমাদের ধর্ম। কিন্তু এ'তো মনে ফুটতে থাকা উচিৎ যে ফাইল কম হোক যাতে আমি লাভ নিতে পারি।

ওর তো মহাবিদেহ ক্ষেত্র সামনে আসবে !

যার মধ্যে শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য বসে গেছে সে এখানে, ভরতক্ষেত্রে থাকতে পারবেই না। যার আত্মার লক্ষ্য বসে গেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্রেই পৌঁছে যাবে, এইরকমই নিয়ম আছে। এখানে এই দুষিতকালে থাকতেই পারবে না। এই যে শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য বসে গেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে একজন্ম বা দুইজন্ম কাটিয়ে তীর্থঙ্করের দর্শন করে মোক্ষে চলে যাবে, এরকম সহজ, সরল এই মার্গ! আমার আজ্ঞায় থাকবে। আজ্ঞাই ধর্ম আর আজ্ঞাই তপ! সমভাবে নিকাল করতে হবে। এই যে আজ্ঞা বলেছি, ওতে যতটা পারবে ততটাই থাকবে, সম্পূর্ণরূপে থাকলে তো ভগবান মহাবীর–এর দশায় থাকতে পারবে। তুমি 'রিয়েল' আর 'রিলেটিভ'

দেখতে থাকলে তখন তোমার চিত্ত অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াবে না, কিন্তু ওই সময় কিছু মনে আসলে তুমি বিচলিত হয়ে যাও।

(১৪) পাঁচ আজ্ঞার মহত্ত্ব !

'জ্ঞান'–এর পরে কি ধরণের সাধনা ?

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞানের পরে এখন কি ধরণের সাধনা করা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : সাধনা তো এই যে পাঁচ আজ্ঞার পালন করছো না, সেটাই ! এখন আর অন্য কোন সাধনা নেই। অন্য সাধনা বন্ধনকারক। এই পাঁচ আজ্ঞাই মুক্তি দেবে।

সমাধি থাকে, এরকম আজ্ঞা !

প্রশ্নকর্তা : এই যে পাঁচ আজ্ঞা আছে, এছাড়া আর কিছু আছে ?

দাদাশ্রী : পাঁচ আজ্ঞা তোমার জন্য একটা বেড়ার মত যাতে তোমার জিনিষ ভিতর থেকে কেউ চুরি করে না নেয়। এই বেড়া রাখলে তোমার ভিতর আমি যা দিয়েছি তা এক্জ্যাক্ট, যেমনকার তেমন–ই থাকবে, আর বেড়া কমজোর হয়ে গেলে কেউ ভিতরে ঢুকে নষ্ট করে দেবে। তখন আবার আমাকে রিপেয়ার করতে আসতে হবে। এইজন্য, এই পাঁচ আজ্ঞায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ নিরন্তর সমাধির আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি।

আমি পাঁচটা বাক্য তোমাকে রক্ষণের জন্যে দিই। এই জ্ঞান তো আমি তোমাকে দিয়েছি আর 'ভেদজ্ঞান' দিয়ে 'আলাদা'ও করেছি, কিন্তু এখন যাতে এটা আলাদাই থাকে সেইজন্যে রক্ষণ দিই, যাতে এই যে কলিযুগ, এই কলিযুগের কেউ কখনও তাকে লুটে নিয়ে না যায়। 'বোধবীজ' অঙ্কুরিত হলে জল ইত্যাদি ছিটাতে হবে না ? বেড়া দিতে হবে না ?

দৃঢ় নিশ্চয়ই আজ্ঞার পালন করায় !

দাদাজীর আজ্ঞা পালন করতে হবে। এটাই সবথেকে বড় জিনিস। আমার আজ্ঞা পালন করার নিশ্চয় করা চাই। তোমাকে এটা দেখতে

হবে না যে আজ্ঞার পালন হচ্ছে কি না। আজ্ঞা পালন যতটা করতে পারবে ততটাই ঠিক, কিন্তু তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞা পালন সব সময় করবো।

প্রশ্নকর্তা : কম–বেশী পালন করলে তাতে কোন অসুবিধে নেই তো ?

দাদাশ্রী : 'অসুবিধে নেই', এরকম নয়। তোমাকে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ্ঞার পালন করতেই হবে। সকালেই নিশ্চয় করবে যে, 'পাঁচ আজ্ঞাতে–ই থাকতে হবে, পালন করতেই হবে।' নিশ্চয় করলে তখন থেকেই আমার আজ্ঞায় এসে গেছো, আমার এটুকুই চাই। পালন হচ্ছে না, তার কজেজ (কারণ) আমার জানা আছে। তোমাকে পালন করতে হবে, এই নিশ্চয়টাই রাখতে হবে।

আমার জ্ঞান থেকে তো মোক্ষ হবেই, যদি কেউ আজ্ঞায় থাকে তাহলে তার মোক্ষ হবে, এতে কোন দ্বি–মত নেই। তবে যদি কেউ জ্ঞান নিয়েছে কিন্তু আজ্ঞা পালন না করে, তাহলেও অঙ্কুরিত না হয়ে থাকবে না। এইজন্যে কেউ কেউ আমাকে বলে, 'জ্ঞান নিয়ে কিছু লোক আজ্ঞার পালন করে না, তাদের কি হবে ?' আমি বলি, 'সে তোমাদের দেখার দরকার নেই, এটা আমার দেখা দরকার। জ্ঞান আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে ; তোমার তো কিছু লোকসান হয়নি ?' কারণ পাপ ভস্মীভূত না হয়ে যায় না। সে হতে পারে না। আমার এই পাঁচ বাক্যে থাকলে পৌঁছে যাবে। আমি নিরন্তর এই পাঁচ বাক্যতেই থাকি আর আমি যাতে থাকি সেই 'দশা' তোমাকেও দিয়েছি। আজ্ঞাতে থাকলে কাজ হবে। নিজের বুদ্ধিতে লক্ষ জন্ম মাথা কুটলেও কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু এরা তো আজ্ঞাও নিজের আক্কেল অনুযায়ী পালন করে। আবার আজ্ঞা বুঝবেও তো নিজেদের বোধ অনুযায়ী–ই না! এইজন্যে ওখানেও একটু একটু লিকেজ হতেই থাকে। তবুও আজ্ঞা পালন করার পিছনে ওর নিজের ভাব তো এটাই আছে যে, 'আজ্ঞা পালন করতেই হবে'। সেইজন্যে জাগৃতি চাই।

আজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেলে প্রতিক্রমণ করবে। মানুষ তো, ভুল হতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে প্রতিক্রমণ করবে যে, 'হে দাদাজী, এই দু'ঘণ্টা ভুলে গেছি, আপনার আজ্ঞা ভুলে গেছি। কিন্তু আমাকে আজ্ঞা পালন তো করতেই হবে। আমাকে ক্ষমা করুন। তাহলে পিছনের সমস্ত কিছু মাফ হয়ে যাবে। একশো'তে একশো মার্কস পুরো পাবে। এই জন্যে দায়িত্ব থাকবে না। আজ্ঞাতে এসে গেলে তাকে সমগ্র জগৎ-ও ছুঁতে পারবে না। আমার আজ্ঞা পালন করলে তোমাকে কিছুই স্পর্শ করবে না। তাহলে আজ্ঞা যে দিচ্ছে তাকে কি স্পর্শ করে ? না, কারণ পরহেতু (অন্যের ভালোর জন্যে) হচ্ছে, তাই তাঁকে স্পর্শ করবে না আর ডিজল্ভ হয়ে যাবে।

এ তো ভগবানের আজ্ঞা !!!

দাদাজীর আজ্ঞা পালন করা মানে 'এ. এম. প্যাটেল' –এর আজ্ঞা নয়। স্বয়ং 'দাদা ভগবান' –এর, যিনি চৌদ্দ লোকের নাথ, তাঁরই আজ্ঞা। এর গ্যারাণ্টী দিচ্ছি। এ'তো আমার মাধ্যমে এই সমস্ত বানী বাইরে এসেছে। এইজন্য তোমাকে ওই আজ্ঞা পালন করতে হবে। 'আমার আজ্ঞা' নয়, এ দাদা ভগবান–এর আজ্ঞা। আমিও ওই ভগবানের আজ্ঞায় থাকি, কি না !

জয় সচ্চিদানন্দ

আত্মজ্ঞানী পুরুষ 'এ. এম. পটেল' –এর অন্তরে প্রকাশিত

"দাদা ভগবানের অসীম জয়জয়কার হোক"

(প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ মিনিট থেকে ৫০ মিনিট পর্য্যন্ত উচ্চস্বরে বলতে হবে)

নিত্যক্রম

প্রাতঃবিধি

* শ্রী সীমন্ধর স্বামীকে নমস্কার। (৫)
* বাৎসল্যমূর্ত্তি শ্রী দাদা ভগবানকে নমস্কার। (৫)
* প্রাপ্ত মন–বচন–কায়া দ্বারা এই জগতের কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না হয়, না হয়, না হয়। (৫)
* কেবল শুদ্ধাত্মানুভব ব্যতীত এই জগতের কোন বিনাশী বস্তু আমার চাই না। (৫)
* প্রকট জ্ঞানীপুরুষ 'দাদা ভগবান'–এর আজ্ঞাতেই সর্বদা থাকার পরম শক্তি প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক। (৫)
* জ্ঞানীপুরুষ দাদা ভগবান –এর বীতরাগ বিজ্ঞান যথার্থরূপে, সম্পূর্ণরূপে, সর্বাঙ্গরূপে কেবল জ্ঞান, কেবল দর্শন আর কেবল চারিত্রতে পরিণমিত হোক, পরিণমিত হোক, পরিণমিত হোক। (৫)

নমস্কার বিধি

* প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্রে বিচরণকারী তীর্থঙ্কর ভগবান শ্রী সীমন্ধর স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৪০)
* প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী 'ওম্ পরমেষ্টি ভগবন্তো'–কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরণকারী 'পঞ্চ পরমেষ্টি ভগবন্তো'–কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে বর্তমানে মহাবিদেহক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিহরমান 'তীর্থঙ্কর সাহেব'–দের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)

* বীতরাগ শাসন দেব–দেবীদেরকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* নিষ্পক্ষপাতী শাসন দেব–দেবীদেরকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* চব্বিশ তীর্থঙ্কর ভগবন্তো–কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান'–কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* ভরতক্ষেত্রে বর্তমানে বিচরণকারী সর্বজ্ঞ 'শ্রী দাদা ভগবান'–কে নিশ্চয়পূর্বক অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করি। (৫)
* 'দাদা ভগবান'–এর সমস্ত সমকিত্‌ধারী মহাত্মাগণকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রের 'রিয়েল' স্বরূপকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। (৫)
* 'রিয়েল' স্বরূপ — সেটাই ভগবৎ স্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে ভগবৎ স্বরূপে দর্শন করি। (৫)
* 'রিয়েল' স্বরূপ — সেটাই শুদ্ধাত্মা স্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে 'শুদ্ধাত্মা স্বরূপে' দর্শন করি। (৫)
* 'রিয়েল' স্বরূপ — সেটাই তত্ত্বস্বরূপ। সেইজন্যে সমগ্র জগৎকে 'তত্ত্বজ্ঞান'–এ দর্শন করি। (৫)

(বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামীর কাছে পরমপূজ্য দাদা ভগবানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নমস্কার পৌঁছায়। বন্ধনীর ভিতরে লেখা সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিদিন একবার পড়তে হবে।)

নয় কলাম

১। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহংকারকে কিঞ্চিৎমাত্র–ও দুঃখ না দিই, না দেওয়াই বা দেওয়ানোর প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহংকারকে কিঞ্চিৎমাত্র–ও দুঃখ না দিই এরকম স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার এবং স্যাদবাদ মনন করবার করবার পরম শক্তি দিন।

২। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মকে কিঞ্চিৎ প্রমাণমাত্র–ও দুঃখ না দিই, না দেওয়াই বা দেওয়ানোর প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

আমাকে কোন ধর্মের অহংকারকে কিঞ্চিৎমাত্র–ও দুঃখ না দিই এরকম স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার এবং স্যাদবাদ মনন করবার পরম শক্তি দিন।

৩। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু, সাধ্বী বা আচার্য্যের অবর্ণবাদ (নিন্দা), অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

৪। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র–ও অভাব, তিরস্কার কখনও না করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

৫। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কঠোর ভাষা, তন্তিলি (যার রেশ থেকে যায় এমন) ভাষা না বলি, না বলাই বা বলার জন্যে অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন। কেউ কঠোর ভাষা, তন্তিলি ভাষা বললে আমাকে মৃদু–সরল ভাষা বলার পরম শক্তি দিন।

৬। হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি, স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র-ও বিষয়–বিকারের দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার–সম্বন্ধী দোষ, না

করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এরকম পরম শক্তি দিন।

আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

৭। হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন রসে লুব্ধতা না হয় এমন পরম শক্তি দিন। সমরসী আহার গ্রহণ করার পরম শক্তি দিন।

৮। হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, জীবিত অথবা মৃত, কারোর কিঞ্চিৎমাত্র-ও অবর্ণবাদ (নিন্দা), অপরাধ, অবিনয় না করি, না করাই বা কর্তার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।

৯। হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ–কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত আপনাকে দাদার কাছে চাইতে হবে। এটা শুধুমাত্র রোজ পড়ার বস্তু নয়, হৃদয়ে রাখার বস্তু। উপযোগপূর্বক ভাবনা করার বস্তু। এর পঠনে সমগ্র শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * * * *

জ্ঞান সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হেতু ব্যবহার বিধি

(দিনে একবার পড়বেন)

প্রকট 'জ্ঞানীপুরুষ' দাদা ভগবানকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

প্রকট 'জ্ঞানীপুরুষ' দ্বারা যাঁদের 'সত্' প্রাপ্ত হয়েছে সেই 'সত্পুরুষ'দের অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

সমস্ত নিষ্পক্ষপাত 'দেবী-দেবতা'দের অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি, নমস্কার করি, নমস্কার করি।

হে প্রকট জ্ঞানীপুরুষ ! তথা হে সৎপুরুষগণ ! আজ এই লেলিহান অগ্নিতে প্রজ্বলিত জগতের কল্যাণ করুন, কল্যাণ করুন, কল্যাণ করুন। আর আমি এতে নিমিত্ত হই এরকম শুদ্ধ ভাবনা থেকে আপনার সমক্ষে মন–বচন–কায়ার একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা বিধি করছি। যা আত্যন্তিকরূপে সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক।

হে দাদা ভগবান ! আপনার শুদ্ধ জ্ঞানে দেখা আর আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত শুদ্ধ জ্ঞানসূত্র নিম্ন প্রকারের ঃ—

"মন–বচন–কায়ার সমস্ত লেপায়মান ভাব যা আছে, তার থেকে 'শুদ্ধচেতন' সর্বদা নির্লেপ–ই থাকেন।" (৩)

"মন–বচন–কায়ার সমস্ত সঙ্গী ক্রিয়া থেকে 'শুদ্ধচেতন' সম্পূর্ণ অসঙ্গ-ই থাকেন।" (৩)

"মন–বচন–কায়ার অভ্যাস আর এদের স্বভাব–কে 'শুদ্ধচেতন' জানেন আর নিজের স্বভাবকেও 'শুদ্ধচেতন' জানেন, কারণ উনি স্ব–পর প্রকাশক।" (৩)

"আহারী আহার করে আর নিরাহারী 'শুদ্ধচেতন' কেবলমাত্র তা জানেন।" (৩)

"স্থুল সংযোগ, সূক্ষ্ম সংযোগ, বাণীর সংযোগ পর এবং পরাধীন আর 'শুদ্ধচেতন' কেবলমাত্র তার জ্ঞাতা–দ্রষ্টা থাকেন। (৩)

"স্থুলতম থেকে সূক্ষ্মতম অবধি সমস্ত সাংসারিক অবস্থার 'শুদ্ধচেতন' কেবলমাত্র জ্ঞাতা–দ্রষ্টা টংকোৎকীর্ণ, আনন্দ–স্বরূপ। (৩)

"মন–বচন–কায়ার অবস্থামাত্র কুদ্‌রতী (প্রাকৃতিক) রচনা (only Scientific Circumstantial Evidence), যার রচনাকর্তা কোন বাবা–ও নয় আর এটা 'ব্যবস্থিত'। (৩)

"নিশ্চেতন চেতন–এর একটা-ও গুণ 'শুদ্ধচেতন'–এ নেই আর 'শুদ্ধচেতন'–এর একটা-ও গুণ নিশ্চেতন চেতন–এ নেই। দুজনে সর্বদা আলাদা আলাদাই আছে।" (৩)

"চঞ্চল অংশে যতরকমের ভাব আছে তা নিশ্চেতন চেতন–এর ভাব আর শুদ্ধচেতন যা অচল তার ভাব নেই।" (৩)

হে প্রভু! ভ্রান্তিবশতঃ আমি 'শুদ্ধচেতন'–এর ভাব উপরোক্ত সূত্র অনুসারে 'এই'-ই হয় এরকম যথার্থরূপে, যেমন আছে তেমন বুঝতে পারিনি, কারণ নিষ্পক্ষপাতীভাবে আমি নিজেকে নিজে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পেরেছি যে আমার ভিতর থেকে আমার অন্তরক্লেশ তথা কলহ–অশান্তি যায়নি। হে প্রভু! এইজন্য আমার অন্তরক্লেশ প্রশমণ হেতু আমাকে পরম শক্তি দিন। এখন আমার এই শুদ্ধভাব যেমনটি তেমন বোঝা ছাড়া আর কোন কামনা নেই। আমি কেবলমাত্র মোক্ষ–ই কামনা করি। সেইহেতু আমার দৃঢ় অভিলাষ এই যে আমি 'সত্‌পুরুষ'–এর বিনয় আর 'জ্ঞানীপুরুষের পরম বিনয়'–এ থেকে, আমি কিছুই জানি না এরকম ভাবপূর্বক–ই থাকি।

উপরোক্ত জ্ঞানসূত্র–এর অনুসার শুদ্ধভাব আমার শ্রদ্ধাতে আর জ্ঞান আসে না। যদি এই ভাব আমার দৃঢ় শ্রদ্ধাতে আসে তবেই আমি অনুভব করতে পারব যে আমার যথার্থ সম্যকদর্শন হয়েছে। এর জন্য মুখ্যতঃ দুটো জিনিষেরই প্রয়োজন ঃ—

(১) 'আমি পরমসত্য জানার–ই কামনা করি' এই ভাবনিষ্ঠা।

২) 'পরমসত্য জ্ঞানীপুরুষ–এর আজ্ঞার সম্পূর্ণ আরাধনাতেই প্রাপ্ত হয়।

'জ্ঞানীপুরুষ'–এর প্রত্যক্ষ যোগ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এইজন্য আমি প্রত্যক্ষ 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর সন্ধানেই থাকব আর তাঁর সংযোগ প্রাপ্ত হলে আমি তাঁরই আজ্ঞার আরাধনায় থাকার দৃঢ় নির্ণয় নিশ্চয় করছি। আমার এই কামনা সফল হোক, সফল হোক, সফল হোক।

* * * * *

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
৬. জগৎকর্তা কৌন ?
৭. ভুগতে উসী কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. ম্যাঁয় কৌন হুঁ ?
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
১৫. মানব ধর্ম
১৬. সেবা-পরোপকার
১৭. ত্রিমন্ত্র
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
১৯. দান
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২১. দাদা ভগবান কৌন ?
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
২৩. প্রেম
২৪. অহিংসা
২৫. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
২৮. চমৎকার
২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ. . .
৩০. প্যয়সোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার (সং)
৩২. মাতা-পিতা ঔর বচ্চোঁ কা ব্যবহার (সং)
৩৩. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
৩৪. নিজদোষ দর্শন সে. . . নির্দোষ
৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
৩৬. গুরু-শিষ্য
৩৭. আপ্তবাণী - ১
৩৮. আপ্তবাণী - ২
৩৯. আপ্তবাণী - ৩
৪০. আপ্তবাণী - ৪
৪১. আপ্তবাণী - ৫
৪২. আপ্তবাণী - ৬
৪৩. আপ্তবাণী - ৭
৪৪. আপ্তবাণী - ৮
৪৫. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ''দাদাবাণী''' পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সঙ্কুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - ৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০,
E-mail : info@dadabhagwan.org

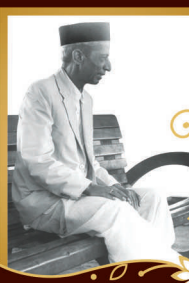

জীবনের লক্ষ্য

যদি এই সংসার তোমার ভাল লাগে (বাধা-বিঘ্ন না করে) তাহলে আগে আর কিছু বোঝার প্রয়োজন নেই। আর যদি এই সংসার তোমার জন্যে বাধা-বিঘ্ন আনে তাহলে অধ্যাত্ম জানার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

অধ্যাত্ম-তে 'স্ব-রূপ' কে জানা প্রয়োজন। 'আমি কে' - এটা জানতে পারলে সমস্ত পাজ্‌ল্ সল্‌ভ্ (সমস্যা সমাধান) হয়ে যায়।

— দাদাশ্রী

मूल दीपक से प्रकट दीपमाला

dadabhagwan.org

ISBN 978-93-86321-93-0

9 789386 321930

Printed in India

MRP ₹10